আকিদার
[illegible]

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে অতি প্রয়োজনীয় ৩৫০টি আকিদা।
প্রতিটি আকিদা ৩টি কুরআনের আয়াত ও ৩টি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত
ব্যতিক্রমধর্মী একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ।

আকিদার মর্মকথা

মূল

মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী হাফি.

ভাষান্তর

এনামুল হক মাসউদ

সম্পাদনা

আব্দুল্লাহ বিন বশির

চেতনা
প্রকাশন

বই	: আকিদার মর্মকথা
লেখক	: মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী হাফিজাহুল্লাহ
ভাষান্তর	: এনামুল হক মাসউদ
সম্পাদক	: আব্দুল্লাহ বিন বশির
প্রকাশকাল	: ফেব্রুয়ারি ২০২২
দ্বিতীয় সংস্করণ	: অক্টোবর ২০২৩
প্রকাশনা	: ১৭
প্রচ্ছদ	: মুহারেব মুহাম্মাদ
বানান ও পৃষ্ঠাসজ্জা	: মুহিব্বুল্লাহ মামুন
প্রকাশনায়	: চেতনা প্রকাশন দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা) ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক	: মাকতাবাতুল আমজাদ ✆ ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক	: উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার

মূল্য : ৭২০.০০৳

Aqidar Mormokotha by Mowlana Samiruddin Qasemi
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

অর্পণ

আমার আম্মা-আব্বার দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি, কল্যাণ এবং সুমহান মর্যাদা কামনায়, আল্লাহ তাআলা আমাকে দান করেছেন যাদের স্নেহ ও ভালোবাসার কোল।

যারা আমাকে দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম না বানিয়ে সোপর্দ করেছেন আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনে তার দ্বীনের জন্য। তাদের জন্য আমার হৃদয়ের আকুতি

রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানি সাগিরা।

তারা আমাকে যেভাবে লালন করেছেন শৈশবে, প্রভু সেভাবে অনুগ্রহ করো তাদেরও, দুঃখ দিয়ো না কভু।

—অনুবাদক

ভূমিকা

অনুবাদকের কথা ২৯
দুআ ও অভিমত ৩১
এই গ্রন্থটির মতো কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্সে ভরপুর অন্য কোনো গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি ৩২
ভূমিকা ৩৫
ঈমান সংরক্ষণ প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব ৩৭
একটি জরুরি মাসআলা ৪০
ঈমান-আকিদার মাসআলাসমূহের প্রকার ও হুকুম ৪০
কোন ধরনের আকিদা জানা জরুরি ৪২
মৌলিক আকিদায় চার মাজহাব এক ও অভিন্ন ৪৩
আকিদার তিনটি ধারা : কী ও কেন ৪৪
সালাফের আকিদা ও সালাফি আকিদা এক নয় ৫০
একটি বিনীত দরখাস্ত ৫১
এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয় ৫২
লেখক পরিচিতি ৫৫
জন্ম ৫৫
বংশ তালিকা ৫৬
শিক্ষাজীবন ৫৬
উস্তাদবৃন্দ ৫৬
আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন ৫৭
শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন ৫৭
উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ ৫৮
শিক্ষকতা ৫৮
রচনাবলি ৫৯
ছাত্রদের খেদমতের প্রবল ইচ্ছা ৬০
ছাত্রদের সঙ্গে তার বিনয় ৬০
সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ ৬১

তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান.. ৬১
গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য ৬৩
আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক করে দিন ৬৪
আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী..৬৫
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে সমাধান পেশ করেছি..................................৬৫

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার সত্তা

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম 'আল্লাহ', বাকি সকল নাম গুণবাচক ৬৭
আল্লাহ তাআলা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন ৬৮
আল্লাহ তাআলার সত্তা কখনো নিঃশেষ হবে না এবং তাঁর মৃত্যুও হবে না .. ৬৯
হায়াত চার প্রকার ৬৯
আল্লাহ তাআলার মতো কোনো বস্তু নেই ৬৯
আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং না কেউ তাঁর সমকক্ষ আছে ৭০
আল্লাহ তাআলার ঘুম আসে না এবং ঘুম তাঁর উপযোগীও নয় ৭১
আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান ৭২
আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টিকর্তা.. ৭২
আল্লাহ তাআলা গোটা জগতের মালিক ৭৩
হাশরের দিন অনেক বড় দিন, আর সেদিনের মালিক হলেন আল্লাহ তাআলা ৭৪
দেহ, আকৃতি, প্রকৃতি, ধরন ও সকল প্রকার ধ্বংসশীল বস্তু থেকে পবিত্র....৭৪
আল্লাহ তাআলা দিক বা প্রান্ত এবং স্থান থেকে পবিত্র ৭৫
আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রকার প্রশংসার উপযুক্ত.. ৭৫
আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলা থেকে পবিত্র..৭৬
আল্লাহ তাআলা সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞানী..৭৬
আল্লাহ তাআলার সত্তা সর্বোচ্চ সুমহান ৭৭
আল্লাহ তাআলাই একমাত্র রিজিকদাতা ৭৮
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও নিকট জীবিকা কামনা করা যাবে না ৭৯
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কেউ কোনো বিপদ-আপদ দূর করার ক্ষমতা নেই ৭৯
একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সন্তান দানকারী ৮০
আল্লাহ তাআলাই আরোগ্য দান করেন ৮২

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার ওপর প্রতিদান কিংবা শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব নয়

আল্লাহ তাআলা যা-কিছু দান করেন এটা তাঁর অনুগ্রহ........................৮৬
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, ভালো-মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তাই আল্লাহ তাআলা ৮৬
মন্দ কাজ করলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন আর ভালো কাজ করলে সন্তুষ্ট হন ...৮৭
আল্লাহ তাআলার সকল গুণাবলি অনাদি এবং চিরস্থায়ী ৮৭

তৃতীয় অধ্যায়

'দাহরিয়া'দের আল্লাহ তাআলাকে মেনে নেওয়া উচিত

আল্লাহ তাআলার সত্তাকে আমরা কেন মানব? ৯০
আপনি নিজে নিজে মৃত্যুবরণ করে দেখান তো! ৯০
আপনি যুবক থেকে দেখান তো! ৯০
আপনি শত বছর জীবিত থেকে দেখান তো!.................................. ৯১
যে সত্তা মৃত্যু দেন, তাঁর নামই আল্লাহ... ৯১
আপনি মেনে নিন যে, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ!... ৯১

চতুর্থ অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ, আল্লাহকে দেখা

হজরত আয়েশা রা.-এর অভিমত হলো দুনিয়াতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয় . ৯৪
মুমিনগণ পরকালে আল্লাহ তাআলাকে দেখবেন ৯৭
জাহমিয়া সম্প্রদায়ের বক্তব্য, পরকালেও আল্লাহ তাআলার সাক্ষাৎ হবে না ...৯৯

পঞ্চম অধ্যায়

নবিজি ﷺ-এর বড় বড় ১০টি ফজিলত

নবিজি ﷺ-এর যতটুকু মর্যাদা ও ফজিলত ঠিক ততটুকুর মধ্যেই নিবৃত থাকা, এর চেয়ে অধিক বাড়াবাড়ি ঠিক নয় ১১১

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবিজি ﷺ মানুষ তবে আল্লাহ তাআলার পরে গোটা সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি

নবিজি গোটা সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তাআলার সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিত্ব ১১৩
নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি মানুষ........................১১৫
নবিজি নিজেই ঘোষণা করেছেন—আমি মানুষ ১১৬
মানুষ ফেরেশতার চেয়েও উত্তম..১১৭
আল্লাহ তাআলার পরে (সৃষ্টির মাঝে) নবিজিই সর্বোত্তম ১১৮
যে-সকল আয়াতে মানুষকে ফেরেশতাদের থেকে উত্তম সাব্যস্ত করা হয়েছে ..১১৮
হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, ভগবান দেব-দেবতার রূপ ধারণ করে আসে ১২১
ওই সকল আয়াত ও হাদিসসমূহ যেগুলোর দ্বারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নুর বা জ্যোতি হওয়ার আশঙ্কা হয় ১২১
কুরআনে নুর শব্দটি ৫টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে...............................১২৩
অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য করে নবিজিকে মানুষ বলা ঠিক নয় ১২৬
নবিজি নিজেই বলেছেন, আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করো না ..১২৭

সপ্তম অধ্যায়

নবিজি ﷺ কবরে জীবিত

এই জীবন দুনিয়ার জীবন থেকে ঊর্ধ্বে

নবিজির পবিত্র দেহ পুরোপুরি সংরক্ষিত

শহিদরা জীবিত, নবিদের মর্যাদা শহিদদের চেয়েও ঊর্ধ্বে, সুতরাং তারাও জীবিত ১৩৩
চার বস্তুর হিসেবে নবিজি ﷺ দুনিয়াতে জীবিত..............................১৩৫
সাধারণ মানুষও কবরে জীবিত..১৩৫
কবরে রুহ এবং দেহ উভয়েরই আজাব কিংবা সাওয়াব হয়ে থাকে ১৩৬
এটা হায়াতে বরযখি তথা কবরের জীবন কিন্তু দুনিয়া থেকে অনেক ঊর্ধ্বে ১৩৮
দুনিয়ার হিসেবে নবিজির ইন্তেকাল হয়েছে ১৪০
কারও কারও মতে মুমিনের রুহ দুনিয়াতেও ঘুরাফেরা করে.................১৪২
জাহান্নামিরা দুনিয়াতে আসার আবেদন করবে, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে আসতে দেওয়া হবে না...১৪৪

হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, তাদের দেব-দেবতা দুনিয়াতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায় ১৪৫

অষ্টম অধ্যায়

হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা

নবিজি সর্বত্র হাজির তথা উপস্থিত নয়!

সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাআলার গুণ ১৪৬
আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বস্তুকে এবং প্রত্যেক বান্দার অবস্থার দ্রষ্টা ১৪৭
কুরআনে বর্ণিত যে-সকল স্থানে নবিজি হাজির বা উপস্থিত ছিলেন না.... ১৪৮
হাদিসে বর্ণিত যে-সকল স্থানে নবিজি হাজির বা উপস্থিত ছিলেন না ১৪৯
কিয়ামতের দিন সাক্ষী দেওয়ার জন্য উম্মতের কিংবা নবিজির সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা হওয়া জরুরি নয় ১৫৩
কেউ কেউ নিম্নের আয়াতসমূহ দ্বারা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন ১৫৭
প্রত্যেক উম্মত থেকেই যেহেতু সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, তাহলে তো গোটা উম্মতকেই হাজির-নাজির তথা সর্বত্র বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা মানতে হবে........১৫৮
شاهد শাহিদ শব্দের অর্থ ৩টি ১৬০
নিম্নের হাদিসসমূহ থেকে নবিজি বিরাজমান-সর্বদ্রষ্টা হওয়ার আশঙ্কা হয় .১৬১
হিন্দুদের বিশ্বাস হলো তাদের দেব-দেবতা সর্বত্র হাজির এবং সবকিছু দেখে .১৬৪

নবম অধ্যায়

মুখতারে কুল (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) একমাত্র আল্লাহ তাআলা

ইচ্ছা বা ক্ষমতা চার প্রকার ১৬৫
স্বয়ং নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমার হাতে কোনো উপকার বা ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতা নেই ১৭২
অনেক ক্ষমতাই নবিজিকে প্রদান করা হয়নি.. ১৭৩
আল্লাহ তাআলার অনুমতি ব্যতীত নবিজি ﷺ-এর নিজের পক্ষ থেকে কোনো মাসআলা বর্ণনা করারও অধিকার নেই ১৭৫
নবিজি যা-কিছু করেছেন, তা আল্লাহর অনুমতি ও নির্দেশক্রমেই করেছেন ১৭৫
আল্লাহর ক্ষমতা অসীম, সুতরাং তা নবিজির কীভাবে অর্জিত হবে?...... ১৭৬

নবিজি মুখতারে কুল (সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী) নন হাদিস দ্বারা তার প্রমাণ ১৭৭
হিন্দুদের বিশ্বাস—তাদের দেব-দেবতা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ১৮০

দশম অধ্যায়

ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলার

ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান ৩ প্রকার ১৮১
নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নই..১৮৬
নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমার নিকট যে ইলম বা জ্ঞান রয়েছে, তা ওহির মাধ্যমে অর্জিত; আমি তারই অনুসরণ করি ১৮৭
পাঁচটি বস্তুর ইলম বা জ্ঞান আল্লাহ তাআলা কাউকে দেননি................১৮৮
নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি যদি গায়েব জানতাম তাহলে আমাকে কোনো ক্ষতি স্পর্শ করত না ১৮৯
নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—গায়েবের ভান্ডার একমাত্র আল্লাহ তাআলারই নিকট এবং গায়েব বা অদৃশ্যের সংবাদ একমাত্র তিনিই জানেন ১৮৯
নবিজি অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নন, তা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত ১৯০
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী মনে করা কুফরি ...১৯৩
নবিজিকে অদৃশ্যের অনেক সংবাদই জানানো হয়েছে.........................১৯৪
ওই সকল আয়াত যেগুলো থেকে নবিজি ﷺ-কে প্রদত্ত আংশিক ইলমে গায়েব পুরোপুরি ইলমে গায়েব হওয়ার আশঙ্কা হয় ১৯৯
ওই সকল হাদিসসমূহ যেগুলো থেকে নবিজি ﷺ-এর ইলমে গায়েবের ওপর দলিল পেশ করা যায় ২০১
আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ কি যায়েদের সর্বাবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত? ২০৯
হিন্দুদের বিশ্বাস হলো–তাদের দেব-দেবতাগণ অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী ... ২১০

একাদশ অধ্যায়

একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা

কোনো মৃতের নিকট সাহায্য চাওয়ার পূর্বে ৪টি প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি......২১১
দুআ একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই করা উচিত ২১৩

নিম্নের আয়াতসমূহে হসর এবং তাকিদ তথা একমাত্র এবং গুরুত্বের অর্থ প্রদানপূর্বক বর্ণনা করা হয়েছে—সাহায্য একমাত্র আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হয় ২১৫
নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে আমি নিজেও লাভ-ক্ষতির মালিক নই.....২১৫
নিম্নের আয়াতসমূহেও ঘোষণা করা হয়েছে—নবিজির কোনো ক্ষমতা নেই ২১৬
নিম্নের আয়াতসমূহেও ঘোষণা হয়েছে—তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাকেই ডাকো, সে তো নিজেরই সাহায্য করতে পারে না, তাহলে তোমাদেরকে কীভাবে সাহায্য করবে? ২১৭
হাদিস শরিফেও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করার ২১৯
কিয়ামতের দিনও নবিজি ﷺ আল্লাহ তাআলার নিকটই চাইবেন এবং আল্লাহ তাআলা দেবেন..২২০
একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত ২২১
নিম্নের আয়াত এবং হাদিসসমূহ থেকে আশঙ্কা হয়—ইন্তেকালের পরেও নবিজি ﷺ-এর নিকট চাওয়ার অনুমতি রয়েছে ২২১
হিন্দুদের বিশ্বাস হলো, তাদের দেব-দেবতাগণ তাদেরকে সাহায্য করে থাকে.. ২২৪

দ্বাদশ অধ্যায়

অসিলা

প্রথম প্রকার : দুআ আল্লাহ তাআলার নিকটই করবে কিন্তু কারও অসিলা দেবে...২২৬
সাহাবির অসিলা দিয়ে দুআ করা..২২৮
দ্বিতীয় প্রকার : নেক আমল করে তার অসিলা গ্রহণ করা ২৩০
তৃতীয় প্রকার : জীবিত ব্যক্তির নিকট দুআ চাওয়া জায়েয ২৩২
চতুর্থ প্রকার : কোনো জীবিত ব্যক্তির নিকট দুআ চাওয়া জায়েয ২৩২
কোনো জীবিত মানুষের অসিলা দেওয়া সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত ২৩৪
মাজার পূজারিদের বাড়াবাড়ি ২৩৪

ত্রয়োদশ অধ্যায়
৫টি গুরুত্বপূর্ণ আকিদা

আল্লাহ তাআলা নবিজি ﷺ-কে দিয়ে "কুল তথা আপনি বলুন" বাক্য দ্বারা সুস্পষ্ট ঘোষণা করিয়েছেন—নবি আপনি ঘোষণা করে দিন যে, আমার নিকট এ সকল বস্তু নেই ২৩৬
১. নবিজিকে দিয়ে ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি মানুষ ২৩৬
২. স্বয়ং নবিজিকে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি ইলমে গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী নই ২৩৭
৩. স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আমি লাভ-ক্ষতির মালিক নই। সুতরাং আমার নিকট প্রার্থনা করো না। একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই প্রার্থনা করো। ২৩৮
৪. স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কাউকে শরিক করো না ২৩৯
৫. স্বয়ং নবিজি ﷺ-কে দিয়েই ঘোষণা করানো হয়েছে—নাজাতের জন্য নবিজি ﷺ-এর অনুসরণ করো ২৪০

চতুর্দশ অধ্যায়
শাফাআতের বর্ণনা

কিয়ামতের দিন ৮ প্রকারের সুপারিশ করা হবে ২৪২
১. শাফাআতে কুবরা বা বড় সুপারিশ ২৪৩
২. ওই মুমিন, যার গুনাহের কারণে জাহান্নামের ফায়সালা হয়ে গেছে তাকে সুপারিশ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে ২৪৫
৩. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে কোনো কোনো মুমিনকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হবে....... ২৪৬
৪. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশে জাহান্নামির আজাব কমিয়ে দেওয়া হবে ২৪৬
৫. নবিজির সুপারিশে সকল মুমিনকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে....... ২৪৭
৬. ওই কবিরাহ গুনাহকারী, যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, সুপারিশের মাধ্যমে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে ২৪৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

সকল নবিদের ওপর ঈমান আনা জরুরি

সকল নবিকে মানা জরুরি, না হয় ঈমান পরিপূর্ণ হবে না ২৪৯
পবিত্র কুরআনে মাত্র কয়েকজন নবির আলোচনা রয়েছে ২৫১
সকল নবির ধর্মে মৌলিক শিক্ষা ছিল তাওহিদ তথা আল্লাহ তাআলা এক ২৫২
এখন নবিজির প্রতি ঈমান আনা জরুরি..২৫৩
কোনো নবিকে অন্য কোনো নবির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া ঠিক নয় ২৫৫
কুরআনে চারটি বড় বড় কিতাবের আলোচনা ২৫৫
ছোট ছোট আরও অনেক কিতাব নাজিল করেছেন..............................২৫৬

ষোড়শ অধ্যায়

গোস্তাখে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

নবিজির সঙ্গে বেয়াদবি অনেক বড় শাস্তির কারণ..................................২৫৮
১. নবিজিকে প্রকাশ্যে গালি দেওয়া এবং বুঝানোর পরেও ফিরে না আসা. ২৫৯
আমি “প্রকাশ্যে গালি” শব্দটি কেন ব্যবহার করলাম? ২৫৯
গালিদাতাকে হত্যা করা হবে..২৬২
নবিজিকে গালিদাতা কাফির ২৬৩
যাদের মতে রাসুলের অবমাননাকারীর তাওবা কবুল করা হবে, তাদের নিকট তাওবার জন্য তিন দিন সময় দেওয়া হবে ২৬৬
২. এমন বাক্য ব্যবহার করে, যার দ্বারা নবিজির অপমানের আশঙ্কা হয়.......২৬৭
৩. মুসলিম ব্যক্তি এমন কোনো অস্পষ্ট বাক্য ব্যবহার করেছে, যার দ্বারা ভিন্ন মতাবলম্বী কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বীগণ উক্ত বাক্যকে ঘুড়িয়ে-প্যাঁচিয়ে এই ফলাফল বের করেছে—সে নবিজির সঙ্গে বেয়াদবি করেছে ২৬৭
নবিজির সঙ্গে বেয়াদবি এ যুগের বড় সমস্যা ২৬৮

সপ্তদশ অধ্যায়

সকল সাহাবায়ে কেরামের সম্মান অনেক জরুরি

প্রত্যেক সাহাবিকে সম্মান এবং আন্তরিকভাবে মহব্বত করা জরুরি........২৭১
সাহাবাদের প্রতি সীমাহীন মহব্বত করা সম্পর্কে ইমাম তহাবি রহ.-এর নির্দেশ... ২৭১

সাহাবায়ে কেরামের ফজিলত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা............২৭৩
সাহাবাদেরকে গালি দিতে হাদিস শরিফে নিষেধ করা হয়েছে ২৭৬
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কোনো মতবিরোধ পাওয়া গেলে তার এমন ব্যাখ্যা করা, যা থেকে অত্যধিক ঐক্যের রূপ-রেখা ফুটে ওঠে............২৭৮
সাহাবাদের মতবিরোধের ব্যাপারে আমাদের প্রতি নবিজির দুটি নসিহত ২৭৯
সাহাবাদের মধ্যে যে-সকল মতবিরোধ হয়েছে, তাতে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়...২৮১
দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ সাহাবি............................২৮২

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবিজির পরিবার-পরিজনকে মহব্বত করা ঈমানের অংশ

কারা কারা নবিজির পরিবার-পরিজনের অন্তর্ভুক্ত ২৮৩
পরবর্তী সময়ে নবিজি ﷺ হজরত আলি রা., হজরত ফাতিমা রা., হাসান রা. এবং হুসাইন রা.-কে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন ২৮৮
নবিজির পরিবার-পরিজনের প্রতি মহব্বত করা ঈমানের অংশ............২৯০
সাইয়্যেদা হজরত ফাতিমা রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা......................২৯২
হজরত ফাতিমা রা.-কে মিরাস কেন প্রদান করা হলো না ২৯৩
আহলে বাইতকে প্রাণ উজাড় করে দান করার ওয়াদা........................২৯৫
হজরত আলি রা. হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন ২৯৬
আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা...............২৯৯
হজরত আলি রা.-এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি এবং তাঁর প্রতি ঘৃণা করাও ধ্বংসাত্মক ৩০০
হজরত আলি রা. সকল মুমিনের ওলি তথা বন্ধু ৩০২
আমিরুল মুমিনিন হজরত হাসান এবং হুসাইন রা.-এর মর্যাদা ৩০৩
উম্মুল মুমিনিন হজরত খাদিজা রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা ৩০৬
উম্মুল মুমিনিন হজরত আয়েশা রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা................৩০৬
আমিরুল মুমিনিন হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা.... ৩১১
হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. সকল সাহাবিদের মধ্যে সর্বোত্তম.......... ৩১৪
হজরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এবং উমর রা. নবিজির সম্মানিত শ্বশুর... ৩১৫
আমিরুল মুমিনিন হজরত উমর রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা ৩১৫
হজরত উমর রা. হজরত আলি রা.-এর জামাতা ৩১৬
আমিরুল মুমিনিন হজরত উসমান রা.-এর ফজিলত ও মর্যাদা ৩১৭

হজরত উসমান রা. নবিজি ﷺ-এর এত প্রিয় ছিলেন—দ্বিতীয় কন্যাও তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন ৩১৭
নবিজির সকল আত্মীয়স্বজনকে মহব্বত করার গুরুত্ব ৩২০
নবিজির যে-সকল আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে বিশেষভাবে আন্তরিক মহব্বত রাখা জরুরি ৩২০

উনবিংশ অধ্যায়

সাহাবাদের খিলাফত-সংক্রান্ত আকিদা

খিলাফতের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৩২২
হজরত আলি রা. নিজেই বলেছেন, আমাকে খিলাফতের ওসিয়ত করেননি..... ৩২২
নবিজি ﷺ ইঙ্গিত করেছেন—আমার পরে আবু বকর রা.-কে খলিফা নির্বাচন করে নিলে উত্তম হবে ৩২৫
মানুষ বৃদ্ধদের কথা মেনে নেয় ৩২৭
মতবিরোধের সময় খুলাফায়ে রাশেদিনদের অনুসরণ করা ৩২৭
সকল সাহাবা সম্মিলিতভাবে হজরত আবু বকর রা.-কে খলিফা নির্বাচন করেছেন.. ৩২৮
হজরত আলি রা.ও হজরত আবু বকর রা.-এর নিকট বাইআত প্রদান করেছেন ৩২৯
খলিফা নির্বাচন হওয়ার পরে বিনা কারণে তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ করা জায়েয নেই ৩৩২
পাঁচ খলিফার খিলাফতের সময়কাল ৩৩৩

বিংশ অধ্যায়

ওলি কাকে বলে

ওলির আলামত হলো, তাকে দেখে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হবে . ৩৩৬
যে ব্যক্তি শরিয়তের অনুগামী নয়, সে ওলি নয় ৩৩৭
কোনো ওলি যতই বড় হোক, সে কখনো নবি এবং সাহাবির থেকে সমপর্যায়ের হতে পারে না ৩৩৭
ওলির থেকে অলৌকিক বিষয় প্রকাশ হলে তাকে কারামত বলা হয় ৩৩৯
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর ঈমান রাখে না, সে ওলি হতে পারে না.. ৩৩৯

একবিংশ অধ্যায়

ফেরেশতাদের বর্ণনা

ফেরেশতাদের সৃষ্টি হলো নুর দ্বারা.. ৩৪১
সবচেয়ে বড় ফেরেশতা হলো চারজন..৩৪২
হজরত আজরাইল আ. (মালাকুল মাউত)-এর আলোচনা ৩৪৩
হজরত ইসরাফিল আ.-এর আলোচনা ৩৪৩
আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা ৩৪৪
মুনকার-নাকিরের আলোচনা...৩৪৫
ফেরেশতারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অনুগামী হয়........................৩৪৫

দ্বাবিংশ অধ্যায়

জিনের বর্ণনা

জিনদেরকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে...................................... ৩৪৭
মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দ্বারা ৩৪৭
কোনো কোনো জিন নেককার হয় আবার কোনো কোনো জিন বদকার হয়...৩৪৮
জিনরা মানুষকে কষ্ট দেয় কিন্তু এতটা নয়, যতটা এ নিয়ে বর্তমানে বাড়াবাড়ি রয়েছে..৩৪৯
জিনের কবিরাজদের থেকে সতর্ক থাকা উচিত ৩৪৯
শয়তানের সৃষ্টিও আগুন দিয়ে ৩৫০
মানুষ শয়তান এবং তার বংশধরকে দেখতে পায় না ৩৫১

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

হাশরের ময়দান কায়েম করা হবে

মৃতদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে ৩৫৩
আল্লাহ তাআলা হাশর ময়দানের মালিক..৩৫৪
হাশর ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তির হিসাব নেওয়া হবে ৩৫৪
কিয়ামতের দিন প্রত্যেকের হাতে আমলনামা প্রদান করা হবে............৩৫৫
পুলসিরাত কায়েম করা হবে ৩৫৬

চতুর্বিংশ অধ্যায়

মিজান সত্য

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তাআলা জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন.......................................৩৬১
জান্নাত-জাহান্নামকে আল্লাহ তাআলা চিরকাল অবশিষ্ট রাখবেন ৩৬১
জান্নাত হলো আরাম-আয়েশের স্থান ৩৬২
জাহান্নাম হলো শাস্তির স্থান... ৩৬২
জান্নাতে প্রবেশকারীগণ চিরদিন জান্নাতে থাকবে............................ ৩৬৩
কারা জান্নাত কিংবা জাহান্নামে যাবে, তা আল্লাহ তাআলার ইলমের মধ্যে পূর্ব থেকেই নির্ধারিত আছে.. ৩৬৩

ষড়বিংশ অধ্যায়

কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী

আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কালাম বা বাণী, সেটা চিরস্থায়ী আর আমরা যে কুরআন পাঠ করি, এটা অস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল ৩৬৫
ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত.. ৩৬৫
কুরআন আল্লাহ তাআলার কালাম বা বাণী ৩৬৬
এই কুরআন লৌহে মাহফুজেও সংরক্ষিত রয়েছে ৩৬৭
কুরআন লৌহে মাহফুজ থেকে একটু একটু করে নাজিল করেছেন ৩৬৭
যে কুরআনকে মানুষের কালাম বলবে, সে কাফির.......................... ৩৬৮
দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা কালাম করেন, তা হয়তো ওহির মাধ্যমে করেন নয়তো পর্দার আড়াল থেকে করেন ৩৬৮
কুরআনে কোনো প্রকার পরিবর্তন হয়নি এবং হবেও না.................... ৩৬৯
সাত কেরাত (পাঠ্যরীতি) অনুযায়ী কুরআন পড়ার অনুমতি ছিল ৩৬৯
আখিরাতে আল্লাহ তাআলা জান্নাতিদের সঙ্গে কালাম করবেন ৩৭০

সপ্তবিংশ অধ্যায়

আল্লাহ তাআলা কোথায়?

১. প্রথম দল ৩৭৫
২. দ্বিতীয় দল ৩৭৬
আরশ অনেক বড় একটি মাখলুক বা সৃষ্টি ৩৭৯
কুরসি ৩৭৯
৩. তৃতীয় দল ৩৮০
৪. চতুর্থ দল ৩৮১
৫. পঞ্চম দল ৩৮৩
৬. ষষ্ঠ দল ৩৮৪
ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত ৩৮৯
ইমাম গাজালি রহ.-এর অভিমত ৩৯৬
ইমাম তহাবি রহ.-এর অভিমত ৩৯৬
নিম্নের বাক্যসমূহও মুতাশাবিহাত তথা অস্পষ্ট বাক্যের অন্তর্ভুক্ত ৩৯৯
১. আল্লাহ তাআলার হাত ৪০০
২. আল্লাহ তাআলার চেহারা ৪০১
৩. আল্লাহ তাআলার নফস ৪০১
৪. আল্লাহ তাআলার চক্ষু ৪০১
৫. আল্লাহ তাআলার ডান হাত ৪০২
৬. আল্লাহ তাআলার আঙুল ৪০২
৭. আল্লাহ তাআলার পা ৪০২
৮. আল্লাহ তাআলার অবতরণ ৪০৩
৯. হজরত আদম আলাইহিস সালামকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করা ... ৪০৩

অষ্টবিংশ অধ্যায়

কলমের বর্ণনা ৪০৪
লৌহের বর্ণনা ৪০৫

উনত্রিংশ অধ্যায়

ঈমানের বর্ণনা

আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমানের অর্থ ৪০৯

কুরআনকে মানার অর্থ... ৪০৯
অস্পষ্ট আয়াতের তাফসির মানার উসুল ৪১০
কিতাবসমূহ এবং রাসুলগণের প্রতি ঈমান আনার অর্থ........................ ৪১১
পূর্বের রাসুলগণের শরিয়তেও উপর্যুক্ত ছয়টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা জরুরি ছিল ...৪১২
কেউ এই ছয়টি বিষয়ের কোনো একটিকে অস্বীকার করলে, সে কাফির হয়ে যাবে.. ৪১২
আন্তরিক সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকারোক্তির নাম ঈমান ৪১৩
হত্যার ভয়ে ঈমানের অস্বীকার ৪১৪
আমরা অন্তরের যাচাই-বাছাইয়ের প্রতি আদিষ্ট নই ৪১৫
আমল করাও ঈমানের একটি অংশ... ৪১৬
আমরা যে কালিমা পাঠ করি, তা হলো দুটি আয়াতের সমন্বিত রূপ ৪১৭

ত্রিংশ অধ্যায়

তাকদির তথা ভাগ্যের বর্ণনা

তাকদিরের প্রকার... ৪২০
যে যেমন হয়ে থাকে, সে তেমন কাজের তাওফিকই লাভ করে থাকে ৪২১
তাকদির তথা ভাগ্যের ব্যাপারে অধিক তর্ক করা উচিত নয়.............. ৪২২

একত্রিংশ অধ্যায়

সামর্থ্য লাভ, সৃষ্টি ও উপার্জনের বর্ণনা

সামর্থ্যের সংজ্ঞা ৪২৪
উপার্জনের সংজ্ঞা...৪২৬
সৃষ্টি..৪২৭
'আলাসতু'-এর অঙ্গীকার ৪২৮

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শিরক সকল আসমানি কিতাবেই নিষিদ্ধ

আরবের বাসিন্দারা এক আল্লাহকে মানত কিন্তু শিরকও করত ৪৩০
শিরকের গুনাহ আল্লাহ তাআলা কখনো ক্ষমা করবেন না.................. ৪৩১
আল্লাহ তাআলার সত্তার সঙ্গে কাউকে শরিক করা হারাম..................৪৩২
আল্লাহ তাআলার ইবাদতে শরিক করা কুফর ও হারাম ৪৩৩

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা ও রুকু করা জায়েজ নেই ..৪৩৪
কাউকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতি অথবা জাহান্নামি বলা নিষেধ ৪৩৭
কবিরা গুনাহ ও সগিরা গুনাহের সংজ্ঞা...৪৩৮
কবিরা গুনাহকারী জান্নাতে যাবে..৪৩৯
কেউ যদি কবিরা গুনাহকে হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে...৪৪০
কবিরা গুনাহের সংখ্যা...৪৪১

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

একজন মুসলিম কখন মুরতাদ হয়

মুসলিম বিচারক শরয়ি দণ্ডবিধির শাস্তি দেবেন ৪৪৪
মুরতাদকে হত্যার শর্ত তিনটি ৪৪৫
১. প্রথম শর্ত হলো, ইসলামি রাষ্ট্র হওয়া ৪৪৫
২. দ্বিতীয় শর্ত হলো, শরয়ি কাজি তথা মুসলিম বিচারক হতে হবে যিনি দণ্ডবিধির ফায়সালা করবেন ৪৪৬
৩. তৃতীয় শর্ত হলো, তিন দিন পর্যন্ত তাওবার সুযোগ দেওয়া ৪৪৭
অর্থেক বাক্যের দ্বারা মুশরিক বানানো যাবে না.................................৪৪৯
তাজির কী? ৪৫০
মুরতাদকে শাস্তি দেওয়ার রহস্য কী?.. ৪৫০

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

আহলে কিবলা কে?

আহলে কিবলার পরিচয়.. ৪৫২
পাপাচারী ব্যক্তির ইমামতি জায়েজ তবে মাকরুহ (অপছন্দনীয়) ৪৫৩
যদি নেককার ইমাম পাওয়া যায় তাহলে স্থায়ীভাবে তাকেই নিয়োগ দেওয়া উত্তম ৪৫৪
ইসলামে অতি কঠোরতা ও নম্রতা নেই ৪৫৫

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

পির-মুরিদি বা আত্মশুদ্ধি

পির নিজের মুরিদকে নিম্নের চারটি উপকার করতে পারে ৪৫৭

পির যদি আল্লাহভীরু হয় তাহলে তার অনেক প্রভাব পড়ে ৪৫৯
দুনিয়া অর্জনের জন্য পির অথবা মুরিদ বানানো ভালো কাজ নয় ৪৬০
বাইআত চার প্রকার ৪৬২
১. ঈমানের ওপর অটল-অবিচল থাকার বাইআত করা..................... ৪৬২
২. জিহাদের জন্য বাইআত করা ৪৬৩
৩. খিলাফতের জন্য বাইআত করা ৪৬৩
৪. নেক আমল করা ও তাতে উন্নতির জন্য বাইআত করা ৪৬৪
নবিজি নারীদের বাইআত করাতেন কিন্তু তাদের হাত স্পর্শ করতেন না..... ৪৬৪
পির সাহেব আপনাকে অভ্যন্তরীণ কোনো প্রাচুর্য এনে দেবে এমন নয়.... ৪৬৬

ষটত্রিংশ অধ্যায়

তাবিজ ব্যবহার

তাবিজ করার পদ্ধতি দুটি... ৪৬৮
কবিরাজদের ধোঁকাবাজি ৪৬৮
যে পরিবারে তাবিজের প্রথা চালু হয়, তা আর সহজে কখনো বন্ধ হয় না.... ৪৭০
তাবিজ দ্বারা সাময়িকভাবে সামান্য মানসিক প্রশান্তি লাভ হয়............... ৪৭০
১. কুরআন ও হাদিসের জায়েজ তাবিজ ৪৭২
তাবিজ করার পদ্ধতি দুটি... ৪৭৩
নবিজি ﷺ তাবিজের বাক্য পাঠ করে অসুস্থ ব্যক্তিকে ঝাড়ফুঁক করেছেন ৪৭৩
পাগলের চিকিৎসার জন্য হাদিস শরিফে এই দুআটি এসেছে.............. ৪৭৫
২. আয়াত কিংবা হাদিস লিখে গলায় ঝুলানো.................................. ৪৭৯
তাবিজ ব্যবহার না করে ধৈর্যধারণ করা তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর ৪৮০
কখনো মাঝেমধ্যে সান্ত্বনার জন্য তাবিজ ব্যবহারের সামান্য সুযোগ রয়েছে.... ৪৮১
তাবিজের বিনিময় গ্রহণ ৪৮২
তাবিজকে পেশা বানিয়ে নেওয়া উচিত নয়.................................... ৪৮৩
ওষুধ ব্যবহার করা জায়েজ ৪৮৪
২. তাবিজ অথবা মন্ত্রের মধ্যে যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয়, তাহলে তা হারাম ৪৮৪
৩. তাবিজ অথবা মন্ত্রের মধ্যে এমন বাক্য ব্যবহার করা হয়, যার অর্থ বুঝা যায় না। তাহলে হতে পারে যে, তাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তাহলে এটাও জায়েজ নেই।........ ৪৮৪

৪. বদ-নজর লাগা ৪৮৫
৫. জাদু করা হারাম ৪৮৬
জাদুর বাস্তবতা..৪৮৭
৬. আররাফ তথা জ্যোতিষী। যে গায়েব তথা অদৃশ্যের সংবাদ জানার দাবি করে থাকে। তার নিকট যাওয়া হারাম। ৪৮৮
জ্যোতিষীর কথাকে বিশ্বাস করা জায়েজ নেই....................................৪৮৮
জ্যোতিষীর নিকট গেলে ৪০ দিনের ইবাদত কবুল হয় না ৪৮৯
৭. জিন দূর করা ৪৯০

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

কবর বা মাজার জিয়ারত

হিন্দুদের প্রথাসমূহের ওপর চিন্তা-ভাবনা করুন ৪৯১
নবিজি ﷺ কবরকে মাত্রাতিরিক্ত সম্মান করতে নিষেধ করেছেন ৪৯২
কবর কাকে বলে?..৪৯২
পরকালের স্মরণের উদ্দেশ্যে কবর বা মাজারে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে... ৪৯৩
কবর বা মাজারে যাওয়ার শর্ত ৭টি ৪৯৪
১. আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না ৪৯৪
২. কবরবাসীর নিকট প্রার্থনা না করা ৪৯৫
৩. কবরের ওপর সিজদা না করা..৪৯৭
৪. পর্দা রক্ষা করে যাওয়া ৪৯৯
পুরুষদেরকেও নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে..... ৫০১
৫. কবর বা মাজারে বিলাপ না করা.. ৫০১
৬. কবরবাসীকে সালাম দেবে এবং দুআ পাঠ করবে.............................৫০২
৭. কবরবাসীর জন্য ইস্তিগফার ৫০৪
কবরবাসীকে সালাম করার জন্য কবরের দিকে ফিরা যাবে ৫০৪
কবরের নিকট বসতে হলে মুখ কিবলামুখী করে বসবে ৫০৫
সাধারণ অবস্থায় মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ ৫০৫
মহিলাদের জন্য মাঝেমধ্যে কবর জিয়ারতের অনুমতি রয়েছে ৫০৬
কবরের ওপর কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করা মাকরুহ বা নিষেধ...... ৫০৭
কবরের ওপর স্থাপনা নির্মাণকারীদের একটি দলিল ৫০৮
নবিজি ﷺ-এর রওজা মুবারকের ওপর গম্বুজ কেন? ৫০৯

কবর অনেক উঁচু করাও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ ৫১০
কবরের আশেপাশে মসজিদ নির্মাণ করাও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ ৫১১
কবরের ওপর বাতি জ্বালানোও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ ৫১২
কবরের ওপর ফুল দেওয়াও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ ৫১২
গারায়েবুল ফতোয়া গ্রন্থের একটি ফতোয়া..৫১৩
কবরের ওপর কোনো কিছু লেখাও ঠিক নয়...৫১৪
কবরের ওপর পাথরের চিহ্ন রাখা জায়েজ ৫১৪
কবরের দিকে ফিরে সালাত পড়া জায়েজ নেই ৫১৫
কবরের ওপর বসা মাকরুহ বা নিষিদ্ধ ৫১৫
কবরকে পদদলিত করা মাকরুহ বা নিষিদ্ধ ৫১৬
কবরের ওপর দিয়ে চলাচলের প্রয়োজন হলে জুতা খুলে চলাচল করবে... ৫১৬
মৃত্যুব্যক্তির পরিবারের জন্য খাবার রান্না করে খাওয়ানো সুন্নত ৫১৭
মৃতের বাড়িতে খানা খাওয়া মাকরুহ বা নিষিদ্ধ ৫১৭
মৃতের জন্য অনেক বেশি ঘোষণা করাও ঠিক নয় ৫১৮
তিন দিনের অধিক শোক পালন করা নিষেধ... ৫১৮
কবরে গুনাহগারদের আজাব হয়ে থাকে ৫১৯

অষ্টাত্রিংশ অধ্যায়

কবর বা মাজারে উরস করা জায়েজ নেই

উরসের ওপর দলিল পেশ করা ঠিক নয়...৫২২
গান-বাজনা ও ঢোল-তবলা বাজানো হারাম..৫২৫
চিৎকার করে গান-বাজনা করাও মাকরুহ বা নিষিদ্ধ..........................৫২৬
কাওয়ালিকে জায়েজ প্রমাণ করা ৫২৭
হিন্দুরা তাদের বুজুর্গদের মন্দিরের নিকট মেলা বসিয়ে থাকে ৫৩০

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা

জীবিতদের কাছ থেকে ফয়েজ বা বরকত হাসিল করা ৫৩১
পবিত্র কুরআনুল কারিমে চার প্রকার ফয়েজ বা বরকতের কথা উল্লেখ রয়েছে...৫৩২
পির যদি আল্লাহ ভীরু হয় তাহলে তার অনেক প্রভাব পড়ে ৫৩৫
কবর বা মাজার এবং মৃতদের থেকে কেমন ফয়েজ বা বরকত হাসিল হয় .৫৩৫

পির সাহেব আপনাকে অভ্যন্তরীণ কোনো প্রাচুর্য এনে দেবে এমন নয়....৫৩৭
মুস্তাহাব কাজে কঠোরতা ৫৩৮

চত্বারিংশ অধ্যায়
কবরের নিকট জবাই করা নিষেধ

জবাই করার পদ্ধতি চারটি..৫৪০
ক. প্রথম পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তাআলার নাম ব্যতীত জবাই করা....... ৫৪০
খ. দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, কবর কিংবা মূর্তির ওপর জবাই করা ৫৪১
গ. তৃতীয় পদ্ধতি হলো, কবরের নিকট জবাই করা ৫৪২
কবরের নিকট জবাই করার সম্ভাবনাও যদি থাকে, তাহলে এটাও নিষেধ....৫৪৩
ঘ. চতুর্থ পদ্ধতি হলো, আল্লাহ তাআলার নামেই জবাই করা এবং কবর থেকে দূরে জবাই করা ৫৪৪

একচত্বারিংশ অধ্যায়
বিলাপ করা হারাম

কুরআনুল কারিম বিপদের সময় ধৈর্যধারণের শিক্ষা দেয় ৫৪৬
আত্মীয়স্বজনদের কান্নার দ্বারা মৃতব্যক্তির আজাব হয়........................ ৫৪৭
বিলাপ করা নিষেধ...৫৪৮
নিজে নিজে অশ্রু প্রবাহিত হলে সেটা মাফ......................................৫৪৯

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়
ইসালে সাওয়াব একটি মুস্তাহাব কাজ

এই সময়ের সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি..৫৫২
ইসালে সাওয়াবের পদ্ধতি ৩টি...৫৫৩
১. অর্থ-সম্পদ সদকা করে সাওয়াব পৌছানোর দ্বারা মৃতব্যক্তির নিকট সাওয়াব পৌছে ৫৫৩
২. শারীরিক ইবাদত করে সাওয়াব পৌছানোর দ্বারা মৃতব্যক্তির নিকট সাওয়াব পৌছানো যায় ৫৫৬
৩. কুরআনুল কারিম তিলাওয়াত করে ও দুআ করে মৃতব্যক্তির নিকট সাওয়াব পৌছানো যায় ৫৫৬

কবরের নিকট অনর্থক কাজের দ্বারা সাওয়াব পাওয়া যায় না ৫৫৯
মাজারের ধোঁকা ৫৫৯

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

মৃতব্যক্তির শ্রবণ

১. প্রথম মত হলো, মৃতব্যক্তি শুনে না ৫৬১
২. দ্বিতীয় মত হলো, মৃতব্যক্তি শুনে ৫৬৪
৩. তৃতীয় মত হলো, সকল কথা শুনে না। তবে হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলা যে কথা শুনাতে চান তা শুনেন। ৫৬৬
এক উস্তাদের অভিমত ৫৬৭

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

কিয়ামতের প্রধান নিদর্শনসমূহ

আমরা কিয়ামতের উক্ত নিদর্শনসমূহের ওপর ঈমান রাখি ৫৬৮
হজরত ঈসা আ. দ্বিতীয়বার জমিনে অবতরণ করবেন ৫৬৯
হজরত ইমাম মাহদি আ.-এর আগমন ৫৭১
দাজ্জালের বর্ণনা ৫৭৩
ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে ৫৭৫
পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় ৫৭৫
আশ্চর্য রকম এক প্রকার জন্তু বের হবে ৫৭৬
কিয়ামতের আরও কিছু নিদর্শন ৫৭৬

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীর সকল মানুষ বিভক্ত দুটি দলে। একদল ঈমানদার বা মুমিন, আরেকদল বেঈমান বা কাফির। আরও সহজ করে বললে একদল বিশ্বাসী, আরেকদল অবিশ্বাসী।

ঈমানের মূল চালিকাশক্তি হলো আকিদা বা সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাস। সকল ইবাদত-বন্দেগি কবুলের পূর্বশর্ত হলো ঈমানের বিশুদ্ধতা। এজন্য এই বিশুদ্ধ চালিকাশক্তিকে ধ্বংস করতে যুগে যুগে বিশ্ব-কুফরিশক্তি মুসলিম সমাজে নানানভাবে অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদা বা ভুল ধর্মবিশ্বাস। তাই তো উম্মাহর বিশুদ্ধ ঈমান-আকিদা রক্ষায় হক্কানি উলামায়ে কেরাম রচনা করেছেন আকিদাবিষয়ক অসংখ্য গ্রন্থ। এটিও এমনই একটি চমৎকার গ্রন্থ। রচনা করেছেন দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক স্বনামধন্য কৃতী শিক্ষার্থী ভারতের প্রখ্যাত গবেষক আলেম, বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী মুহতারাম মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী। তিনি গ্রন্থটিতে বর্তমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ভ্রান্ত আকিদাসমূহকে কুরআন-সুন্নাহ ও অকাট্য যুক্তির আলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে খণ্ডন করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাভাষী পাঠকের জন্য অধমের তা সহজ ভাষায় অনুবাদের তাওফিক হয়েছে। আশা করি এ গ্রন্থের মাধ্যমে যুগ-যুগ ধরে চলমান আকিদাবিষয়ক বিভিন্ন ভ্রান্তির কিছুটা হলেও নিরসন হবে ইনশাআল্লাহ।

গ্রন্থটি প্রকাশের এই শুভক্ষণে যার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করলে বড় বে-ইনসাফি হবে, তিনি হলেন আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া দারুল উলূম বরুড়া-কুমিল্লার সম্মানিত উস্তাদ মুহতারাম মুফতি রফিক সাহেব। বিশুদ্ধ

আকিদার মহব্বতে মূল গ্রন্থের পিডিএফ ফাইলটি তিনিই আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি হুব্বুনফিল্লাহর প্রিয় অগ্রজ মারুফ বিল্লাহ তকী ও বোরহান আশরাফী ভাইয়ের। যাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় গ্রন্থটি ছাপার অক্ষরে পাঠকদের হাতে পৌঁছছে।

কোনো মানুষই ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমিও অবশ্যই তার ব্যতিক্রম নই। সুতরাং সচেতন পাঠকের অনুসন্ধানী দৃষ্টি হোঁচট খেলে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পরিশেষে গ্রন্থটি পাঠ করে একজন পাঠকেরও যদি এখানে আলোচিত কোনো একটি আকিদা বিশুদ্ধ হয় তাহলে আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

এই গ্রন্থ প্রকাশে যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলকে আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। গ্রন্থটিকে আমাদের নাজাতের অসিলা করুন।

এনামুল হক মাসউদ
psfoundation2001@gmail.com
০১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ইসায়ি
সময় রাত ১টা

দুআ ও অভিমত

মাওলানা মুফতি আবুল কাসেম নোমানী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম

মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী (ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড)-এর বেশ কয়েকটি রচনা পূর্বেও দেখার ও অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়েছে। বিশেষ করে **"সামারাতুল মিরাস বা মিরাসের মর্মকথা"** ও **"সমীরী ক্যালেন্ডার"** থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি।

এই গ্রন্থটি **(সামারাতুল আকাইদ বা আকিদার মর্মকথা)** মাওলানার সদ্য রচিত একটি গ্রন্থ। যার মধ্যে ইসলামের মৌলিক আকিদাসমূহকে ৪৪টি অধ্যায়ে ইতিবাচক ও সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় বিবরণ এবং কুরআনের আয়াত ও হাদিসে নববি দ্বারা আকিদা প্রমাণিত হয়েছে। এ গ্রন্থে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদাসমূহ বর্ণনার পাশাপাশি ভারসাম্যপূর্ণ দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে অন্যান্য ভ্রান্ত দলের আকিদাগুলোও খণ্ডন করা হয়েছে এবং স্বীয় দাবিসমূহের দলিল-প্রমাণও উপস্থাপন করা হয়েছে।

আশা করছি আকিদার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে জনাবের এ গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। আল্লাহ তাআলা এই গ্রন্থটিকে কবুল করুন এবং উম্মতকে এর থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন।

(মাওলানা মুফতি) আবুল কাসেম নোমানী গুফিরা লাহু
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ
৮ মহররম ১৪৪১ হিজরি
৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

এই গ্রন্থটির মতো কুরআন ও হাদিসের রেফারেন্সে ভরপুর অন্য কোনো গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি

মাওলানা মারগুব সাহেব লাজপুরী দামাত বারাকাতুহুম

[**নোট :** হজরত মাওলানা মারগুব সাহেব লাজপুরী একজন মেধাবী আলেম। ছোট ছোট প্রায় ৩০০ পুস্তকের লেখক ও বড় বড় ১০টি গ্রন্থ তার কলম দ্বারা রচিত হয়েছে। যা পাঠকসমাজে অনেক গ্রহণযোগ্যও হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিশুদ্ধ চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিত্ব ও সঠিক পরামর্শদাতাও বটে। আমার এটা বলতে কোনো সংকোচ নেই যে, তিনি আমার ছাত্র বটে; কিন্তু আমার থেকেও অনেক অগ্রগামী হয়ে গেছে। এজন্য আমি আমার এ গ্রন্থটি সম্পাদনার জন্য তাকেই নির্বাচন করেছি। তিনি অত্যন্ত চমৎকারভাবে এর সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং অনেক উপকারী পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। তার সম্পাদনায়ই গ্রন্থটি প্রকাশ করা হচ্ছে।—**লেখক**]

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ঈমানের হেফাজতের জন্য **"সামারাতুল আকাইদ বা আকিদার মর্মকথা"** নামে বিশুদ্ধ আকিদাসংক্রান্ত বিশাল গ্রন্থ রচনা করেছেন। মাওলানা তার স্বভাবসুলভ কারণ ও বর্তমান যুগের প্রয়োজন এবং নিয়মানুসারে প্রতিটি আকিদা প্রমাণের জন্য দলিল-প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কুরআনুল কারিমের আয়াত ও নবিজি ﷺ-এর হাদিসের এক ভান্ডার একত্র করেছেন। প্রতিটি আকিদার জন্য প্রথমে কুরআনুল কারিমের আয়াত তারপর নবিজি ﷺ-এর হাদিসের পরিপূর্ণ রেফারেন্সসহ চমৎকার এক পদ্ধতিতে লিখেছেন। যা পাঠ করে প্রতিটি মুমিন তার আকিদা বিশুদ্ধ করতে পারে।

এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় রচিত। যে-সকল আকিদায় অধিক মতানৈক্য রয়েছে, তাতে অনেক বেশি আয়াত ও হাদিস একত্রিত করেছেন। যেন উক্ত আকিদা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তবে যে-সকল আকিদা

সম্পর্কে অধিক মতানৈক্য নেই, তাতে কম আয়াত ও হাদিস পেশ করেছেন।

হজরত তার স্বভাব অনুযায়ী ইশারা-ইঙ্গিতেও কারও ওপর আক্রমণ করেন না এবং কারও কথা পেশ করে তার খণ্ডনও করেন না। যাতে কারও কষ্ট না হয় এবং কিতাবও দীর্ঘ না হয়ে যায়। তিনি আকিদা উপস্থাপন করেছেন এবং এর জন্য আয়াত ও হাদিস পেশ করেছেন। যা উম্মতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন।

অধমের আলহামদুলিল্লাহ পুরো গ্রন্থটি অধ্যয়নের সুযোগ হয়েছে। মাশাআল্লাহ সর্বদিক থেকে উপকৃত হয়েছি। উলামায়ে কেরাম যদি এটা তাদের অধ্যয়নের তালিকায় রাখেন এবং মাঝেমধ্যে নিজেদের মসজিদে এর সারমর্ম আলোচনা করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের সাধারণ মুসলমানদের আকিদাও বিশুদ্ধ থাকবে এবং তারা সর্বপ্রকার গোমরাহি তথা ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকবে।

আকিদার ওপর এমন গ্রন্থ আমার খুব কমই দেখার ও অধ্যয়নের তাওফিক হয়েছে। এ গ্রন্থের নিজ বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি কুরআন-হাদিসের এত ব্যাপক তথ্যসূত্রে ভরপুর যে, এমন দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। বাস্তবেই এ গ্রন্থটি অনেক উপকারী।

আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটিকে কবুল করুন। আল্লাহ তাআলা এ গ্রন্থটিকে আকিদা বিশুদ্ধ করার উত্তম হাতিয়ার হিসেবে কবুল করুন এবং মাওলানাকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দান করে পরকালের নাজাতের অসিলা বানান। আমিন।

(হজরত মাওলানা) মারগুব আহমাদ লাজপুরী
৪ শাবান ১৪৩৯ হিজরি
২১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
রোজ : শনিবার

ভূমিকা

ইসলামের বুনিয়াদ যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান হলো ঈমান-আকিদা। বরং এটা এমন এক স্তম্ভ, যার ওপর নির্ভর করে বাকি চারটি স্তম্ভ তথা নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ্জসহ শরিয়তের সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রতিদান পাওয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা। বিশাল দালান দাঁড়ানোর জন্য যেমন ফাউন্ডেশন আবশ্যকীয়, তেমনই নেক আমলের জন্য ঈমান প্রয়োজনীয়। এজন্য বিভিন্ন আয়াতে কারিমায় আল্লাহ তাআলা আমলের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদানের জন্য ঈমানকে পূর্বশর্ত বলেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا﴾

"যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে এবং সেজন্য যথাযথ চেষ্টা করে, (শর্ত হলো) যদি সে মুমিন হয়, তবে এরূপ চেষ্টার পরিপূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হবে।"—সুরা বনি ইসরাইল, ১৯

﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾

"পুরুষ-নারীর মধ্যে যে-কেউ নেক আমল করলে যদি ঈমানদার হয়, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"—সুরা নিসা, ১২৪; সুরা নাহল, ৯৭

এই আয়াতসমূহ দ্বারা আমরা বুঝতে পারি, সমস্ত আমলের রুহ হলো ঈমান।

আর ঈমানবিহীন একজন মানুষের উদাহরণ হলো রুহবিহীন শরীরের মতো। দুনিয়ায় যেমন রুহবিহীন শরীরের কোনো মূল্য নেই, তদ্রূপ আখেরাতে ঈমান-আকিদার বিশুদ্ধতা ছাড়া ভালো কাজ ও আমলের কোনো গ্রহণযোগ্যতা ও প্রতিদান নেই। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا﴾

"তারা (ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা দুনিয়ায়) যা-কিছু আমল করেছে, আমি তার ফয়সালা করতে আসব এবং সেগুলোকে শূন্যে বিক্ষিপ্ত ধুলোবালি (-এর মতো মূল্যহীন) করে দেবো।"—সুরা ফুরকান, ২৩

অর্থাৎ তারা যে-সকল কাজকে পুণ্য মনে করত, আখেরাতে তা ধুলোবালির মতো মিথ্যা মনে হবে। আখেরাতে তার বিনিময়ে কিছুই পাবে না। কেননা আখেরাতে কোনো কাজ গৃহীত হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত, যা তাদের ছিল না। তাই সেখানে এসব কোনো কাজে আসবে না।

আরও ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾

"যারা কাফের, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকাসদৃশ, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে। অবশেষে সে যখন কাছে যায়, তখন কিছুই পায় না।"—সুরা নুর, ৩৯

মরুভূমিতে যে বালুরাশি চিকচিক করে, দূর থেকে তাকে মনে হয় পানি। আসলে তা পানি নয়, মরীচিকা। সফরকালে মুসাফিরগণ ভ্রমবশত তাকে পানি মনে করে বসে। কিন্তু বাস্তবে তা কিছুই নয়। ঠিক এরকমই কাফের ও ঈমানবিহীন ব্যক্তিরা যে ইবাদত ও সৎকর্ম করে আর ভাবে বেশ নেকি কামাচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার কিছুই কামাই হয় না, তা মরীচিকার মতোই ফাঁকি। এভাবেই তারা দেখতে পাবে তাদের কর্ম তাদের কোনো উপকারে আসেনি, বরং ক্ষতিরই কারণ হয়েছে।

উল্লেখ্য মানুষ দুধরনের, মুমিন-মুসলিম ও বেঈমান-কাফের, এর বাইরে আর কোনো প্রকার নেই। ইরশাদ হয়েছে,

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

"তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ কাফের এবং কেউ মুমিন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তা দেখেন।"—সুরা তাগাবুন, ২; সুরা দাহর, ৩

কাজেই মুমিন-মুসলিম ছাড়া সকল কাফের-বেঈমান, নাস্তিক, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও ধর্মহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য। যদিও মুসলিম নামধারী হোক না কেন, যেমন কাদিয়ানি সম্প্রদায়।

তাই আমাদের প্রথম ও প্রধান করণীয় হলো, ঈমান আনা ও আকিদা ঠিক করা। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন,

> عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ... وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى

> "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল রা.-কে ইয়ামান অভিমুখে (শাসকরূপে) প্রেরণকালে বলেন, সেখানকার অধিবাসীদেরকে আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসুল এ কথার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দেবে। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের ওপর প্রতিদিন ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন।"—*সহিহ বুখারি*, ইফা ন. ১৩১৩

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

> "তুমি (মুআয রা.) আহলে কিতাবদের এক কওমের কাছে চলেছ। অতএব তাদের প্রতি তোমার প্রথম দাওয়াত হবে, তারা যেন আল্লাহর একত্ববাদকে স্বীকার করে নেয়।"—*সহিহ বুখারি*, ইফা ন. ৬৮৬৮

হাদিসে সুস্পষ্ট করে বলা হয়েছে, নামাজ ইত্যাদি আমলের পূর্বে প্রথম ও প্রধান কাজ হলো, ঈমান আনা ও আকিদা ঠিক করা। ইমাম গাজালি রহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) ইহইয়াউ উলুমুদ্দিন কিতাবে এবং ইবনে খালদুন রহ. (মৃ. ৮০৮ হি.) তার মুকাদ্দিমায় বাচ্চাদেরকে আকিদা শেখানোর গুরুত্ব নিয়ে সুন্দর আলোচনা করেছেন। আর আজ থেকে প্রায় ১ হাজার ১০০ বছর আগে ইমাম ইবনে আবি যায়দ কাইরাওয়ানি মালেকি রহ. (মৃত্যু ৩৮৬ হি.) *আর-রিসালা* কিতাবের শুরুতে বাচ্চাদের শেখানোর জন্য আকিদা লিখে গিয়েছেন।

ঈমান সংরক্ষণ প্রত্যেকের ওপর ওয়াজিব

এরপর ঈমানের দাবি ও সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং ঈমান-আকিদা বিনষ্টকারী কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। কারণ অনেক বেশি আমলকারীও ঈমানবিহীন হতে পারে।

আলি রা. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

> يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ، وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ... يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.
>
> "আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যাদের কুরআন তিলাওয়াত, নামাজ ও রোজা তোমাদের চেয়ে ভালো ও বেশি হবে, (কিন্তু) তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমন তির তার লক্ষ্যস্থল ভেদ করে বের হয়ে যায়।"—*সহিহ মুসলিম*, হা. ১০৬৬

অন্য হাদিসে আরও ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

> يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا.
>
> "সকালের মুমিন সন্ধ্যায় ঈমানহারা কিংবা সন্ধ্যার ঈমানদার সকালে ঈমানহারা। দুনিয়ার সামান্য স্বার্থে নিজের দ্বীনকে ছেড়ে দেবে।"—*সহিহ মুসলিম*, হা. ১১৮

এজন্য কোন কোন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা একজন মুমিনের জন্য ফরজে আইন এর তালিকায় আল্লামা ইবনে আবিদিন শামি রহ. (মৃ. ১২৫৮ হি.) 'তাবয়িনুল মাহারেম' কিতাবের হাওয়ালায় উল্লেখ করেন,

> لا شَكَّ فِي فَرْضِيَّةِ... وَعِلْمِ الْأَلْفَاظِ الْمُحَرَّمَةِ أَوِ الْمُكَفِّرَةِ، وَلَعَمْرِي هَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ؛ لِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِّ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُكَفِّرُ وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ. وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ يُجَدِّدَ الْجَاهِلُ إِيمَانَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيُجَدِّدَ نِكَاحَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ شَاهِدَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، إِذِ الْخَطَأُ وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مِنَ النِّسَاءِ كَثِيرٌ.
>
> "হারাম ও কুফরি শব্দ (তথা কোন কথা বা কাজ করলে ঈমান চলে যাবে) সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফরজ। কসম, বর্তমান সময়ে যে-সকল বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা অপরিহার্য, তন্মধ্যে এটি অন্যতম।

কারণ অনেক মানুষ কুফরি কথা বলে, যা তাকে ঈমানের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়। অথচ এই ভয়াবহতা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন!

সতর্কতা হলো, জাহেল-সাধারণ (ও অনভিজ্ঞ আলেম) ব্যক্তি প্রতিদিন তার ঈমানকে নবায়ন করবে এবং প্রতি মাসে এক-দুবার দুজন সাক্ষীর সামনে বিবাহকে নবায়ন করবে। কেননা পুরুষরা যদিও কিছুটা সতর্ক থাকে, কিন্তু মহিলাদের থেকে কুফরি কথা খুব বেশি পরিমাণে বের হয়।"—*ফাতাওয়া শামি*, ১/১৪০, ড. হুসামুদ্দিন ফারফুরের তাহকিককৃত নুসখা

এই ফরজের প্রতি আমরা চরম উদাসীন এবং এটি আমাদের মাঝে মারাত্মক অবহেলিত 'ফরজে আইন'। এ বিষয়ে আমরা ফিকহ ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে শুধু 'মুরতাদ' অধ্যায় দেখলে এর গুরুত্ব বুঝে আসবে। আর সাধারণরা শুধু কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহ.-এর 'মালাবুদ্দা মিনহু' (দশম অধ্যায়, কুফরি কালাম অধ্যায়ের আলোচনা, পৃ. ২৪৭-২৭০, মাও. আনোয়ার হুসাইনের অনুবাদ) দেখতে পারি।

মনে রাখতে হবে, ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় আর ঈমান একত্র হতে পারে না। যেভাবে অজু-নামাজ ভঙ্গের কারণ পাওয়া যায় আর অজু-নামাজ ঠিক থাকা একসাথে হতে পারে না। কিন্তু আমরা অজু-নামাজেরটা বুঝি, ঈমানেরটা বুঝি না। ফলে অজু-নামাজের বিষয়ে যতটা সচেষ্ট থাকি, ঈমান-আকিদার বিষয়ে ততই অবহেলা করি!

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের ছেলেমেয়েরা অজু ভঙ্গের কারণ শেখে, অনেকেই নামাজ ভঙ্গের কারণও জানে। কিন্তু (কিছু আকিদার বিষয় জানলেও) ঈমান ভঙ্গের কারণ বা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয় শেখে না, কোন কথা বললে, কী কাজ করলে, কেমন বিশ্বাস রাখলে ঈমান চলে যায়, তা জানে না।

এভাবে আমাদের মাহফিল ও সম্মেলনগুলোয় ঈমান-আকিদার বিষয়বস্তুকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং জুমার দিন মিম্বার থেকেও এ সম্পর্কে আওয়াজ উচ্চারিত হয় না বা হতে দেওয়া হয় না। আর রচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধেও এ জাতীয় আলোচনা তেমন চোখে পড়ে না কিংবা গুরুত্ব পায় না।

ফলে যার ভয়াবহ পরিণতি আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি। বর্তমানে এর চিত্র একেবারেই সুস্পষ্ট। এমনকি দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজি

ও তাহাজ্জুদ আদায়ের দাবিকারীর আচরণ-উচ্চারণেও এমন কিছু প্রকাশ পাচ্ছে, যা সর্বসম্মত আকিদাবিরোধী ও সরাসরি ঈমান বিনষ্টকারী।

এই চিত্র পরিবর্তন করার দায়িত্ব আমাদের। নতুবা এই দেশে নামে মুসলমান ঠিকই থাকবে, নামাজ, তাহাজ্জুদ ও কুরআন তিলাওয়াতকারীও পাওয়া যাবে, মসজিদ-মাদরাসা এমনকি খানকায় ধরনা দেওয়ার এমপি-মন্ত্রীরও দেখা মিলবে। কিন্তু তাদের ভেতর ঈমান থাকবে না।

একটি জরুরি মাসআলা

ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. বলেন,

وإذا أشكل على الإنسان شيءٌ من دقائق علم التوحيد: فإنه ينبغي له أن يعتقد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى، إلى أن يجد عالما فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب، ولا يُعذَر بالتوقف فيه، ويكفُر إن وقف.

"যদি কারও মনে ঈমান-তাওহিদের কোনো সূক্ষ্ম বিষয়ে অস্পষ্টতা বা প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ করণীয় হচ্ছে, এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যা সত্য-সঠিক, তাই আমার বিশ্বাস এরূপ বিশ্বাস পোষণ করবে। এরপর যত দ্রুত সম্ভব কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে তা জেনে নেবে এবং দেরি করা বৈধ হবে না। আর এতে থেমে থাকা বা কোনোকিছুই বিশ্বাস না করার অপারগতা গৃহীত হবে না। বরং এরূপ করা কুফরি বলে গণ্য হবে।"—আল-ফিকহুল আকবর, পৃ. ১১০

ঈমান-আকিদার মাসআলাসমূহের প্রকার ও হুকুম

এই কিতাবসহ ঈমান-আকিদাসংক্রান্ত কিতাবসমূহে সাধারণত ঈমান-আকিদার মাসআলাসমূহ তিন প্রকার হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক প্রকারের হুকুম জানা থাকা জরুরি।

১. মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী আকিদা

ঈমান-আকিদার প্রথম ও প্রধানতম স্তর হলো এমন কিছু আকিদা-বিশ্বাস, যা পোষণ করলে একজন ব্যক্তি ইসলামের দৌলতে সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়, এর বিপরীত হলে হতভাগা অমুসলিম হিসেবে গণ্য হয়। এ সমস্ত আকিদাকে পরিভাষায় বলা হয়, أصول أهل القبلة বা أصول الإيمان। এগুলো ইসলামের

মূলনীতি বা মৌলিক পর্যায়ের আকিদা, যা ইসলাম ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী। যেমন ঈমানের আরকান তথা আল্লাহ, নবী-রাসুল, ফেরেশতা, কিতাব, আখেরাত ও তাকদির এবং জরুরিয়্যাতে দ্বীন তথা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ ও পরিচিত বিষয়সমূহ। উদাহরণস্বরূপ, কুরআন ও হাদিসের হুজ্জিয়াত (গ্রহণযোগ্যতা), খতমে নুবুওয়াত (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নবী হওয়া), নুযুলে ঈসা (কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের আসমান থেকে অবতরণ করা), মেরাজ সত্য, ইসলামই একমাত্র ধর্ম ও জীবনের সর্বত্র বিস্তৃত, আল্লাহ তাআলাই বিধানদাতা এবং নামাজ, জাকাত ও জিহাদ ফরজ আর সুদ, মদ ও জিনা হারাম হওয়া ইত্যাদি।

এ জাতীয় কোনোকিছু জেনে-বুঝে অস্বীকারকারীর হুকুম হচ্ছে, সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে কাফের হয়ে যাবে। এভাবে ঈমান বিনষ্টকারী যত বিষয় রয়েছে, এগুলোর কোনো একটা বিশ্বাস করলে বা মুখে বললে কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা করলেও কাফের হবে।

উল্লেখ্য, কাউকে কাফের বলা বেশ জটিল ও খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। একজন মুসলমানকে উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাফের বলার ওপর যেমন কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে, তেমনই একজন কাফেরকে সুস্পষ্ট কারণ থাকার পরও মুসলমান মনে করলে মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে প্রথমটার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কিতাবগুলো দেখা যেতে পারে—

1. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي، 2. الإعلام بقواطع الإسلام للفقيه ابن حجر الهيتمي المكي، 3. إكفار الملحدين في ضروريات الدين للإمام أنور شاه الكشميري، 4. وصول الأفكار في أصول الإكفار للمفتي شفيع، رحمهم الله تعالى أجمعين.

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ ও বিদআতপন্থীদের মাঝে পার্থক্যকারী আকিদা

ইসলামে কিছু আকিদা-বিশ্বাস রয়েছে দ্বিতীয় স্তরের, যা থাকা না-থাকার ওপর মুসলমান হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে না, বরং একজন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর সে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া না-হওয়া নির্ভর করে। এ জাতীয় আকিদাকে পরিভাষায় أصول أهل السنة বলা হয়। যেমন কুরআনকে মাখলুক বলা, আখেরাতে আল্লাহ তাআলার দিদার (দর্শন)

লাভ, ইসমতে আম্বিয়া তথা নবীগণের নিষ্পাপত্ব ও তারা কবরে জীবিত হওয়াকে অস্বীকার করা।

এ ধরনের আকিদা-বিশ্বাস কেউ রাখলে তার হুকুম হচ্ছে, সে আহলুল বিদআহ তথা বিদআতপন্থীদের মধ্যে গণ্য, পথভ্রষ্ট ও গুনাহগার এবং ৭২ দলের মধ্যে গণ্য হয়ে জাহান্নামি।

উল্লেখ্য, আকিদার কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে, না দ্বিতীয় প্রকারের হবে এ নিয়ে ইমামদের মাঝে ইখতেলাফ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, অন্যের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাড়াহুড়া না করা এবং নিজের ব্যাপারে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা।

৩. এমন কিছু শাখাগত আকিদা, যাতে পরস্পরবিরোধী দলিল রয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরাম রা.-সহ পরবর্তী ইমামগণের মধ্যে ইখতেলাফ ও মতপার্থক্য হয়েছে। যেমন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিরাজে আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন কি না এবং মৃতব্যক্তি শ্রবণ করে কি না।

এ প্রকার আকিদার ক্ষেত্রে কোনো পক্ষকে কাফের তো দূরের কথা, বিদআতপন্থী বা পথভ্রষ্টদের মধ্যেও গণ্য করা যাবে না, এমনকি গুনাহগারও বলা যাবে না।

কোন ধরনের আকিদা জানা জরুরি

আকিদার মাসআলাসমূহের মধ্যে কিছু আছে জানা জরুরি এবং এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতার সুযোগ নেই। যেমন আল্লাহ তাআলার পরিচয়, রিসালাত ও পরকালসংক্রান্ত বিষয়সমূহ। আর কিছু আছে এমন, যা না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই। যেমন ফেরেশতাদের ওপর নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব।—*ইতমামুদ দিরায়াহ*, সুয়ুতি, পৃ. ৫

সুতরাং ঈমান-আকিদার মৌলিক বিষয় বাদ দিয়ে কিংবা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও শাখাগত বিষয় নিয়ে মাতামাতি করা বা ব্যস্ত থাকা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। যেমন নবীর পিতা-মাতা জান্নাতি না জাহান্নামি, নবি মাটির তৈরি না নুরের তৈরি, 'আয়নাল্লাহ' তথা আল্লাহ (স্থানগত) কোথায়? এ জাতীয় বিষয় নিয়ে পড়ে থাকা কিংবা এই বঙ্গদেশে 'রহমান আরশের ওপর উঠেছেন' নামে সাড়ে ৫০০ পৃষ্ঠার বই লেখা কোনো প্রকৃত দাঈর কাজ হতে পারে না!

মৌলিক আকিদায় চার মাজহাব এক ও অভিন্ন

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি রহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) বলেন,

> وهذه المذاهب الأربعة - ولله الحمد - في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم، وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي، التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول.

"আল্লাহর শোকর! চার মাজহাবের আকিদা এক ও অভিন্ন। তবে যারা মুতাযিলা বা অন্য কোনো ভ্রান্ত আকিদার অনুসারী হয়েছে, তারা ছাড়া (চার মাজহাবের) অধিকাংশ অনুসারী হকপন্থী এবং 'আকিদাতুত তাহাবি'র আকিদা পোষণকারী। যে কিতাবকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন।"—*মুয়িদুন নিআম*, সুবকি, পৃ. ২৫

হাফেজুল হাদিস ইবনে আসাকির রহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) 'তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি' গ্রন্থে লেখেন,

> ولسنا نرى الأئمة الأربعة الذين عنيتم في أصول الدين مختلفين، بل نراهم في القول بتوحيد الله، وتنزيهه في ذاته وصفاته مؤتلفين، وعلى نفي التشبيه عن القديم سبحانه وتعالى مجتمعين.

"আমরা চার ইমামের মাঝে মৌলিক আকিদার ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য দেখতে পাই না। বরং এ বিষয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ।"—*তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি*, পৃ. ৬৩৭

ইমাম আবদুল কাহের বাগদাদি রহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) 'আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক' কিতাবে বলেন,

> فأما الفرقة الثالثة والسبعون: فهي أهل السنة والجماعة، من فريقي الرأي والحديث، دون من يشتري لهو الحديث. وفقهاء هذين الفريقين، وقراؤهم، ومحدثوهم، ومتكلمو أهل الحديث منهم، كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وأسمائه وصفاته، وفي سائر أصول الدين... وهم الفرقة الناجية.. وقد دخل في هذه الجملة جمهور الأمة وسوادها الأعظم: من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الظاهر. اهـ ملخصا.

"সারকথা, প্রকৃত মুহাদ্দিস ও ফকিহদের মধ্যে যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ, তারা সবাই... মৌলিক আকিদার বিষয়ে একমত। তারা সবাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আর এতে ইমাম মালেক, শাফেয়ি, আবু হানিফা, আওযায়ি, (সুফিয়ান) সাওরি ও আহলে যাহেরের অনুসারীদের মধ্য থেকে বড় একটি অংশ এবং অধিকাংশ উম্মত অন্তর্ভুক্ত।"—*আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক*, পৃ. ২৩

আকিদার তিনটি ধারা : কী ও কেন

কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর সবাই যদি আকিদার বিষয়ে একমত থাকেন, তাহলে 'আশআরিয়্যাহ' ও 'মাতুরিদিয়্যাহ' নামে তাদের মাঝে বিভক্তি কেন?

উত্তর হলো, প্রথমত মৌলিক আকিদায় তাদের মাঝে বিভক্তি নেই। তবে অমৌলিক ও শাখাগত কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য হয়েছে। আর তা গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়েছে।

শাইখ আবু আবদিল্লাহ আল-বাক্কি রহ. (মৃ. ৯১৬ হি.) বলেন,

اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد، فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة إلى ذلك، أو في لِمِّيَّة المسالك.

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর সবাই মৌলিক আকিদায় একমত। যদিও তারা গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা গ্রহণে এবং কারণ বিবরণে মতভেদ করেছেন।"—*তাহরিরুল মাতালিব*, পৃ. ৪০; *ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন*, মুরতাযা যাবিদি, ২/৬

কামালুদ্দিন বায়াদি রহ. (মৃ. ১০৯৭ হি.) 'ইশারাতুল মারাম' গ্রন্থে লেখেন,

إنهم متحدو الأفراد في أصول الاعتقاد، وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينها...

"মৌলিক আকিদার ক্ষেত্রে তারা এক ও অভিন্ন। যদিও তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে।"—*ইশারাতুল মারাম*, পৃ. ১৩৮

ফকিহ ইবনে আবেদিন শামি রহ. বলেন,

أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم متوافقون إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي، كما بين في محله.

"আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর অনুসারী 'আশায়িরা' ও 'মাতুরিদিয়্যাহ'-এর আকিদা এক ও অভিন্ন। তবে কয়েকটি মাসআলায় মতভেদ রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে কারও কারও অভিমত হলো, উক্ত মতভেদ শাব্দিক অর্থে তথা উপস্থাপনার ভিন্নতা (বাস্তবিক অর্থে নয়)।"—*রদ্দুল মুহতার মুকাদ্দামা*, ১/১৪০

এ কারণেই দেওবন্দের অন্যতম ভাষ্যকার আল্লামা খলিল আহমাদ সাহারানপুরি রহ. 'আল-মুহান্নাদ' কিতাবে বলেন,

إنا بحمد الله ومشايخنا... ومتبعون للإمام أبي الحسن الأشعري والإمام أبي منصور الماتريدي في الاعتقاد والأصول.

"আমরা আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আবুল হাসান আশআরি ও আবু মানসুর মাতুরিদি রহ.-এর অনুসারী।"—*আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ*, পৃ. ৪০-৪২

ইমাম বাইহাকি রহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.), ইবনে আসাকির রহ. (মৃ. ৫৭১ হি.), সুবকি রহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) ও মুরতাযা যাবিদি রহ. (মৃ. ১২০৫ হি.)-সহ অনেকে বলেছেন, ইমামদ্বয় দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো মাজহাব বা পথ ও মত সৃষ্টি করেননি। বরং ভ্রান্ত আকিদার অনুসারীদের বিরুদ্ধে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর আকিদাসমূহকে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফের বক্তব্যের আলোকে সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছেন।

আর এ কাজ করতে গিয়ে মানুষের স্বভাবজাত রুচির পার্থক্য ও বোধের তারতম্য থাকার কারণে অমৌলিক ও শাখাগত কিছু বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। তাই প্রত্যেকে নির্দিষ্ট একটি নিয়ম ও পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন। তাই ইখতেলাফকৃত বিষয়ে একে অপরকে বেদআতি-গোমরাহ বলেননি। এখন যারা আশআরি রহ.-এর তরিকা অবলম্বন করেন, তাদেরকে 'আশআরিয়্যাহ' আর যারা মাতুরিদি রহ.-এর পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাদেরকে 'মাতুরিদিয়্যাহ' বলা হয়।—*ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন*, ২/৭; *তাবয়িনু কাযিবিল মুফতারি*, পৃ. ২৩০, ৬৩৬-৩৭; *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, সুবকি, ৩/৩৬৫, ৩৯৭; *আহলুস সুন্নাহ আল-আশায়িরা*, পৃ. ৩৪-৩৭ ও বান্দার *তাইসিরু ইলমিল আকিদার* ভূমিকা।

সহজে বুঝতে চাইলে বলতে পারেন, বুখারি ও মুসলিমের হাদিসের মাঝে যেমন বিভক্তি নেই তবে পার্থক্য রয়েছে, তদ্রূপ 'আশায়িরা' ও 'মাতুরিদিয়্যাহ'-এর আকিদার মাঝেও বিভক্তি নেই তবে পার্থক্য রয়েছে। অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিস এক ও অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও তা নির্দিষ্ট একটি নিয়ম ও পদ্ধতিতে উপস্থাপনের কারণে যেভাবে বুখারির হাদিস এবং মুসলিমের হাদিস বলা হয়, আকিদার ক্ষেত্রেও উক্ত দুই ইমামের দিকে নিসবত ও সম্বোধন করাটা অনেকটা এমনই। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ থেকে আজ অবধি উম্মাহর অধিকাংশ আহলে ইলম হয়তো আশআরি নতুবা মাতুরিদি। এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উইকিপিডিয়ায় দেখতে পারেন।

আজ যে বা যারা বলছেন 'আশআরি-মাতুরিদি গোমরাহ' তাদের কি একটু তালাশ করে দেখার হিম্মত হবে যে, ১ হাজার বছরের বেশি সময় ধরে কুরআন, হাদিস, ফিকহ, ইতিহাস, জিহাদসহ ইসলাম প্রচারের আরও যত দিক রয়েছে, এতে কারা বেশি খেদমত করেছেন? সকলের নিকট পরিচিত সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ এবং আপনারা যাদের কিতাব থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেন, যেমন ইমাম বাইহাকি, নববি, কুরতুবি, ইবনে কাসির, হাফেজ ইবনে হাজার, সুয়ুতি ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবি কারা ছিলেন? এখন 'আশআরি-মাতুরিদি গোমরাহ' বলার মানে এ মহান বিদ্বানগণ সবাই গোমরাহ! কত ভয়ংকর কথা!

মাতুরিদি ইমামগণের উল্লেখযোগ্য কিছু কিতাব—

১. «كتاب التوحيد» و২. «تأويلات القرآن» كلاهما للإمام الماتريدي (ت: ٣٣٣ هـ) «أصول الدين» لأبي اليسر البزدوي (ت: ٤٩٣هـ)، ৩. «التمهيد» لأبي شكور السالمي (ت: بعد ৪৬০ هـ)، ৪. «كتاب التوحيد»، و৫. «بحر الكلام» و৬. «تبصرة الأدلة» و৭. «التمهيد في أصول الدين» كلها لأبي المعين النسفي (ت: ٥٠٨هـ)، ৮. «البداية» و ৯. «الكفاية في الهداية» و১০. «المنتقى من عصمة الأنبياء» كلها لنور الدين الصابوني (ت: ٥٨٠هـ)، ১১. «التمهيد لقواعد التوحيد» لأبي الثناء اللامشي (ت: في أوائل السادس الهجري)، ১২. «العقائد النسفية» لنجم الدين النسفي (ت: ٥٣٧هـ)، ১৩. «بدء الأمالي» (وهو نظم العقائد النسفية) للأوشي (ت: ٥٧٥هـ) وشرحه ১৪. «ضوء المعالي» للقاري، ১৫. «الشافي في أصول الدين» لابن دمرك (ت:

منتصف القرن الثامن الهجري)، ১৬. «عمدة العقائد» وشرحها ১৭. «الاعتماد في الاعتقاد» كلاهما لأبي البركات النسفي (ت: ٧١٠هـ)، ১৮. «المسايرة» لابن الهمام (ت: ٨٦١هـ)، ১৯. «إشارات المرام» للبياضي (ت: ١٠٩٨هـ)، وشرح قواعد العقائد من ২০. «إتحاف السادة المتقين» للزَّبِيْدي (ت: ١٢٠٥هـ).

আশআরি ধারার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব—

১. «مقالات الإسلاميين» و২. «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» كلاهما للإمام الأشعري (ت: ٣٢٤هـ)، ৩. «مقالات الأشعري» لابن فُورَك (ت: ٤٠٦هـ)، ৪. «الإنصاف فيما يجب اعتقاده» للباقلاني (ت: ٤٠٣هـ)، كتاب ৫. «الاعتقاد» و৬. «الأسماء والصفات» كلاهما للبيهقي (ت: ٤٥٨هـ)، ৭. «مختصر الاعتقاد للبيهقي» للشعراني (ت: ٩٧٣هـ)، ৮. «أصول الدين» و৯. «الأسماء والصفات» و১০. «الفرق بين الفِرَق» كلها لعبد القاهر البغدادي (ت: ٤٢٩هـ)، ১১. «القصيدة القُشَيْرية» للقُشَيْري (ت: ٤٦٥هـ)، ১২. «الإرشاد إلى قواطع الأدلة» و১৩. «لمع الأدلة» كلاهما لإمام الحرمين الجويني (ت: ٤٧٨هـ)، ১৪. «إلجام العوام» و১৫. «قواعد العقائد» و১৬. «الاقتصاد في الاعتقاد» و১৭. «المقصد الأسنى» كلها للغزالي (ت: ٥٠٥هـ)، ১৮. «تأسيس التقديس» و১৯. «معالم أصول الدين» و২০. «لوامع البينات» كلها للفخر الرازي (ت: ٦٠٦هـ)، ২১. «غاية المرام» و২২. «أبكار الأفكار» للآمدي (ت: ٦٣١هـ)، ২৩. «عقيدة ابن الحاجب» (ت: ٦٤٦هـ)، رسائل في العقائد لعز ابن عبد السلام (ت: ٦٦٠هـ)، ২৪. «المواقف» للإيجي (ت: ٧٥٦هـ)، ২৫. «شرح العقائد النسفية» و২৬. «شرح المقاصد» كلاهما للتفتازاني (ت: ٧٩٣هـ)، الكتب الستة للسَّنوسي (ت: ٨٩٥هـ)، ২৭. «جوهرة التوحيد» لإبراهيم اللَّقاني (ت: ١٠٤١هـ)، ২৮. «العقيدة الحسنة» لولي الله الدهلوي (ت: ١١٧٦هـ)، ২৯. «الخريدة البهيّة» وشرحها كلاهما لأحمد الدردير (ت: ١٢٠١هـ).

এভাবে আকিদার আরেকটি ধারার নাম হচ্ছে, 'আসারিয়্যাহ'। শাইখ সাফারিনি হাম্বলি রহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.) لوامع الأنوار البهية গ্রন্থে বলেন,

أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد، والأشعرية وإمامهم الأشعري، والماتريدية وإمامهم الماتريدي. وأما فرق الضلال فكثيرة جدًا.

আহলুস সুন্নাহর তিনটি ধারা রয়েছে। আসারিয়্যাহ, যাদের ইমাম আহমাদ রহ., আশআরিয়্যাহ ও মাতুরিদিয়্যাহ। আর পথভ্রষ্ট দলের সংখ্যা অনেক।

উল্লেখ্য, 'আসারি' দাবিদারদের মধ্যে অনেক ব্যক্তি এমন আছেন, যারা আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম আহমাদের মাসলাক থেকে সরে দেহবাদী ও মুশাব্বিহাদের পথ গ্রহণ করেছেন। তাই 'আসারি' দাবিদারগণ দুভাগে বিভক্ত।

এক. ফুযালাউল হানাবিলা বা মধ্যমপন্থী হাম্বলি আহলে ইলম, যারা ইমাম আহমাদের মাসলাকের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবু বকর খল্লাল (৩১১ হি.), আবুল ফজল তামিমি (৪১০ হি.), ইবনুল জাওযি (৫৯৭ হি.), ইবনে কুদামা (৬২০ হি.), ইবনে হামদান (৬৯৫ হি.), মারয়ি কারমি (১০৩৩ হি.), ইবনে বালবান (১০৮৩ হি.) ও সাফারিনি (১১৮৮ হি.)। তাদের কিতাবসমূহ—

১. «العقيدة» برواية الخلال، ২. «اعتقاد الإمام المنبل» للتميمي، ৩. «دفع شُبَه التشبيه» لابن الجوزي، ৪. «ذم التأويل» و৫. «لمعة الاعتقاد» لابن بن قدامة، ৬. «نهاية المبتدئين» لابن حمدان، ৭. «قلائد العقيان» لابن بَلْبان، ৮. «أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي، ৯. «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني.

দুই. গুলাতুল হানাবিলা বা সীমালঙ্ঘনকারী হাম্বলি, যারা দেহবাদী ও মুশাব্বিহাদের দিকে ঝুঁকে গেছেন। তাদের উত্থানের তিনটি যুগ রয়েছে।

১. ইবনে হামেদ (৪০৩ হি.), আবু আলি আহওয়াযি (৪৪৬ হি.), আবু ইয়ালা হাম্বলি (৪৫৮ হি.)।

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.), ইবনুল কাইয়িম (৭৫১ হি.) ও ইবনে আবিল ইয হানাফি (৭৯২ হি.)।

৩. শাইখ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহাব নজদি (১২০৬ হি.) ও সউদি সালাফিগণ, বিশেষত শায়খ খলিল হাররাস (১৩৯৫ হি.), শায়খ বিন বায (১৪২০ হি.), শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমিন (১৪২১ হি.), শায়খ আলবানি (১৪২০ হি.) ও শায়খ সালেহ ফাউজান। এ বিষয়ে ভালোভাবে জানার জন্য দেখতে পারেন,

1. "دفع شبه التشبيه" لابن الجوزي، 2. "القول التمام" لسيف العصري، 3. "الصفات الخبرية" لعياش الكُبيسي، 4. "السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل" للتقي السبكي مع التكملة المسماة بـ 5. "تبديد الظلام المخيِّم من نونية ابن القيم" للشيخ الكوثري، 6. "نجم المهتدي ورجم المعتدي" لابن المُعَلّم القُرَشي، 7. "الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة" لمصطفى الحنبلي، 8. "رفع الغاشية عن المجاز والتأويل وحديث الجارية" لنضال، 9. "تنزيه الحق المعبود عن الحَيِّز والحدود" لعبد العزيز الحاضري، 10. "إتحاف الكائنات ببيان مذهب الخلف والسلف في المتشابهات" لمحمود السبكي، 11. "الفرق العظيم بين التنزيه والتجسيم" لسعيد فودة وكتبه الأخرى، 12. "التجسيم والمجسمة" لعبد الفتاح اليافعي، 13. "ابن تيمية ليس سَلَفيا" لمنصور محمد محمد عَوِيْس.

উল্লেখ্য, শেষ দুই যুগের ব্যক্তিদের আকিদা বিষয়ে আরও কিছু ভ্রান্তি রয়েছে। যেমন তাওহিদের ভুল বা অপব্যাখ্যা করা তথা তাওহিদকে তিন প্রকারে ভাগ করে মক্কার মুশরিকরা তাওহিদুর রুবুবিয়াতে বিশ্বাসী ছিল কিংবা নবী-রাসুলগণকে শুধু তাওহিদুল উলুহিয়া প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে ইত্যাদি বলে তাওয়াসসুল বা অসিলা গ্রহণ, তাবাররুক, তাবিজ লটকানো ও নবীজির কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর কিংবা অলিগণের মাজার জিয়ারত ইত্যাদির প্রসঙ্গ টেনে অপ্রয়োজনীয় তাকফির করা বা মুশরিক বলা। এর জন্য দেখতে পারেন,

1. "كلمة هادئة في بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد" لعمر عبد الله الكامل، 2. "التنديد بمن عدد التوحيد" للسقاف، 3. "التوسل بالصالحين" و4. "التبرك" كلاهما لعبد الفتاح اليافعي، 5. "الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه" لعثمان النابلسي، 6. "تكفير الوهابية لعموم الأمة المحمدية" لعلي مقدادي، 7. "شفاء السقام في زيارة خير الانام" للتقي السبكي، 8. "الجوهر المنظم في زيارة القبر المعظم" لابن حجر الهيتمي وغيرها.

তারা আরও বলেন, মাতুরিদি-আশআরিরা তাওহিদে উলুহিয়ার আলোচনা করেন না। সৌদি আরবে তাবলিগ জামাতের নিষিদ্ধতার বয়ানেও একই অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, তাবলিগ ওয়ালারা তাওহিদুল উলুহিয়ার দাওয়াত দেয় না। এগুলো সবই মিথ্যাচার। স্বয়ং ইমাম আবু মানসুর

মাতুরিদির কিতাব تأويلات القرآن [সুরা ফাতিহা (১) : ৪; সুরা হুদ (১১) : ৫০, ৬১; সুরা ইসরা (১৭) : ২৩; সুরা কাহফ (১৮) : ৪৬], প্রসিদ্ধ আশআরি আলেম ফখরুদ্দিন রাযির 'তাফসিরে কাবির' [সুরা ফাতিহা (১) : ৪], ইমাম বাকিল্লানির 'আল-ইনসাফ' (পৃ. ৯) এবং তাফতাযানির 'শরহুল মাকাসিদ' (৪/৩৯) দেখুন। তারা কত স্পষ্ট ভাষায় তাওহিদে উলুহিয়্যার আলোচনা করেছেন। এভাবে তাবলিগের মৌলিক ছয় উসুলের পঞ্চম উসুল তথা সহিহ নিয়ত তাওহিদুল উলুহিয়াই সাব্যস্ত করে।

সালাফের আকিদা ও সালাফি আকিদা এক নয়

সালাফের আকিদা হচ্ছে, হুবহু আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর আকিদা। আর আহলুস সুন্নাহ হচ্ছে, তিনটি ধারা তথা 'আশআরিয়্যাহ', 'মাতুরিদিয়্যাহ' ও 'আসারিয়্যাহ'। যারা সালাফ তথা সাহাবা, তাবেয়িন ও তাবে তাবেয়িনের আকিদারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

আর 'সালাফি' হচ্ছে, আলোচিত 'গুলাতুল হানাবিলার' তিন যুগের সমষ্টিরূপ। যাতে সালাফের নামে এমন অনেককিছু আকিদার মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে, যেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর মুতাওয়ারাস আকিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই 'সালাফের আকিদা' আর 'সালাফি আকিদা' দুটি এক নয়। এ পার্থক্য না জানার কারণে অনেক ভাই 'সালাফি আকিদা'-কে 'সালাফের আকিদা' মনে করে ধোঁকা খেয়ে বসে! আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন।

বলাবাহুল্য, আকিদা ও আমল দুটি ভিন্ন বিষয়। আশআরি, মাতুরিদি, আসারি, সালাফি, মুতাযিলা, জাহমিয়া, কাররামিয়া, মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা কিংবা এ যুগের কাদিয়ানি, শিয়া ও বেরেলবি ইত্যাদি শব্দগুলো আকিদার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার প্রতি লক্ষ করে বলা হয়।

আর হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি, হাম্বলি ও লা-মাজহাবি তথা আহলে হাদিস আমলের ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং কেউ আমলের ক্ষেত্রে হানাফি হয়ে আকিদায় মুতাযিলি হতে পারে, যেমন যামাখশারি ছিলেন। যেভাবে আমলে হানাফি হয়ে আকিদায় বেরেলবি হতে পারে, যেমন আমাদের সুন্নি নামের বেদআতি ভাইয়েরা। এভাবে আমলে শাফেয়ি হয়ে আকিদায় আসারি হতে পারে, যেমন ইমাম যাহাবি ছিলেন। এটা বুঝে থাকলে সামনের কথা পরিষ্কার হবে।

'শরহুল আকিদাতিত তহাবিয়্যা'-এর লেখক ইবনে আবিল ইয হানাফি রহ., আরবের প্রসিদ্ধ হাদিস গবেষক শাইখ শুআইব আরনাউত রহ. ও ড. আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. প্রমুখ আমলের ক্ষেত্রে হানাফি কিংবা উদারপন্থী হলেও আকিদার অনেক বিষয়ে সালাফি। কাজেই ইবনে আবিল ইযের সাথে হানাফি শব্দ দেখে প্রতারিত হবেন না।

আহলে ইলমের কাছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইবনে আবিল ইযের উক্ত শরাহটি সহজবোধ্য ও আকিদার সাথে হাদিস-আসার উল্লেখ করা এবং কিছু বিষয়ে ভালো আলোচনা থাকার পাশাপাশি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর বিপরীত অনেক আকিদার কথা রয়েছে। আমার জানামতে ছোটখাটো বিষয় বাদ দিলেও মৌলিকভাবে ১৫টির চেয়ে বেশি ভ্রান্ত আকিদা, অপব্যাখ্যা ও ভুল তথ্য রয়েছে। শাইখ সাইদ ফুদার الشرح الكبير ও মুফতি রেজাউল হক সাহেবের العقيدة السماوية দেখলে সহজে পেয়ে যাবেন।

তা ছাড়া উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে ভ্রান্তির মূল কারণ হচ্ছে, তিনি শাইখ ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর কিতাবসমূহ থেকে তাদের নাম নেওয়া ছাড়া অসংখ্য কথা ও বক্তব্য ব্যাখ্যা হিসেবে এনেছেন। এটা নিছক দাবি নয়, বরং সালাফি আলেম ড. আবদুল আজিজ বিন মুহাম্মাদ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। যার নাম হচ্ছে, مصادر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية, এতে তিনি এমন ১৭৮টি জায়গা চিহ্নিত করেছেন।

আশা করি ইবনে আবিল ইযের ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সালাফিদের কাছে প্রিয় হওয়া কিংবা তাদের মাদরাসার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং আমাদের কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ পরিষ্কার হয়েছে।

একটি বিনীত দরখাস্ত

সচেতন মহলের কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র এবং বর্তমান সময়ের কঠিন অবস্থা ও বাস্তবতা অজানা নয়। তাই সময়ের আবেদন ও দাবিকে সামনে রেখে আমাদের কিতাবের দরসের পদ্ধতি সাজানো দরকার।

বর্তমানে আমাদের দরসগুলোয় যে-সকল ফন ও বিষয় বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে তন্মধ্যে 'আকিদা' প্রথম ও প্রধানতম। আমরা ফিকহের জন্য স্বতন্ত্রভাবে (নিচেরগুলো বাদ দিয়ে নুরুল ইযাহ থেকে হেদায়াসহ) অনেক কিতাব পড়লেও আকিদার জন্য শুধু 'শরহুল আকাইদ' পড়ি। তবে কোথাও কোথাও

বছরের শেষে গুরুত্বহীনভাবে 'আকিদাতুত তাহাবি'-ও পড়ানো হয়। অথচ এ কিতাবটির প্রতি আরববিশ্বে কত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এখানে আমার নেসাব বিষয়ে আলোচনা করা উদ্দেশ্য না, আর আমি এটার আহলও না। এ বিষয়ে যারা উপযুক্ত ও যাদের দায়িত্ব তারা ফিকর করবেন ও বলবেন।

এখানে আমি যেটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি তা হলো, বর্তমান নেসাবের মধ্যেই আমাদের দরসগুলোয় ঈমান-আকিদা ও এ সংক্রান্ত বিষয়কে যথাযথ মূল্যায়ন করা। তাই আকিদার কিতাব এবং কিতাবুল ঈমান ও কিতাবুল ফিতান ওয়াল-মালহামা এবং এ সংশ্লিষ্ট আলোচনা সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে প্রাণবন্ত করে তোলা প্রয়োজন এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও মূল্যায়নেও ঈমান-আকিদাসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়

১. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহর আকিদাগুলো নুসুসসহ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা। এরপর তা হিফজ করানো। যেমন আরকানে ঈমান কয়টি ও এর নস কী ইত্যাদি। আর এমনিতেই নুসুস হিফজের ক্ষেত্রে আমাদের যা গাফলতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আলহামদুলিল্লাহ, এই কিতাবে আকিদার নুসুস জমা করা হয়েছে। এটা থেকে সহজে হিফজ করতে পারবে।

২. কিতাবে উল্লেখিত ফেরকাগুলোর সাথে সাথে বর্তমান আলোচিত ফেরাকে ইসলামিয়া ও আদইয়ানে বাতিলা এবং সমকালীন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দর্শন ও মতবাদগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা। আর এতে الأهم فالأهم নীতির আলোকে প্রথমে ঈমান-কুফরের বিষয়, পরে আহলুস সুন্নাহ-বিদআতিদের বিষয় লক্ষ করা।

৩. একটা তিক্ত বাস্তবতা হচ্ছে, সাধারণত আমাদের দরস ও আলোচনাগুলোয় যা আলোচিত হয়, তা প্রচলিত না। আর যা প্রচলিত, তা আলোচিত হয় না। তাই ফেরকাগুলোর বিভিন্ন আকিদা ও দর্শন থাকলেও বর্তমানে তাদের কর্মপদ্ধতিও মাঠ পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা এবং পর্যালোচনা করা অপরিহার্য। যাতে রোগ অনুযায়ী চিকিৎসা দেওয়া যায়। অন্যথায় দরসের পড়া দিয়ে কাজের ময়দানে গিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দেখতে হবে। এর অনেক উদাহরণ আছে।

৪. ফেরকাগুলোর আকিদা-দর্শন তাদের রচিত ও নির্ভরযোগ্য উৎস বা তাদের প্রকাশিত ও প্রচারিত লেখালেখি থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করা।

এরপর 'কাইফিয়াতে রদ', বিশেষত তাদের উসুল ও মূলনীতির আলোকে রদের পদ্ধতি রপ্ত করানো।

কওমিতে পড়ে যখন কেউ বলে, আমি কওমিতে পড়লেও 'জাহমিদের' আকিদা গ্রহণ করি না (তথা সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাফয়িযুল মানা' করার কারণে আমরা জাহমি), তখনও যদি সময়ের আবেদন ও দাবিকে অনুধাবন করতে না পারি, তাহলে এর চেয়ে আরও কঠিন ও মারাত্মক কিছু শুনতে প্রস্তুত থাকতে হবে! ওয়াল্লাহুল মুসতাআন।

শেষ কথা, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও পথ-পদ্ধতি অবিকৃত রাখতে দাওয়াহ ও মুজাদালাহ উভয়টি লাগবে। কেননা যুগে যুগে দ্বীন-ইসলামের প্রচার-প্রসার যেভাবে এগিয়ে নিয়েছেন ধারকবাহকরা, তেমনইভাবে বিন্দুমাত্রও পিছিয়ে নেই কুরআন-হাদিসের অপব্যাখ্যাকারী ও পরিবর্তনকারীরা। হোক তা কলমের ডগায় কিংবা সাহিত্যের পাতায়, সরাসরি বক্তৃতায় কিংবা মিডিয়ার পর্দায়।

তাই ইসলামের প্রচার-প্রসারে যেভাবে দাওয়াহ জরুরি, তেমনই ইসলামের পথ-পদ্ধতি সুরক্ষিত ও অবিকৃত রাখতে মুজাদালাহও জরুরি। ইসলাম কেয়ামতের আগ পর্যন্ত সারা দুনিয়ায় উড়তে থাকবে। আর তা ওড়ার জন্য দুটি ডানা লাগবে। তন্মধ্যে একটির নাম দাওয়াহ আর অপরটির নাম মুজাদালাহ। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

> "আপন পালনকর্তার পথের প্রতি দাওয়াত দিন হিকমতের সাথে ও সুন্দর উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে মুজাদালাহ বা বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।"—সুরা নাহল, ১২৫

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা দুটি আদেশ দিয়েছেন। এক, ঈমান ও আমলের দাওয়াহ। দুই, বিতার্কিকদের সাথে মুজাদালাহ তথা বিতর্ক ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে ভ্রান্তি ও বাতিলকে ভুল সাব্যস্ত করে সঠিকটা তুলে ধরা। কেননা দাওয়াহর দ্বারা উম্মাহ সঠিক পথের দিশা পাবে এবং ইসলামের অনুসারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

আর মুজাদালাহর মাধ্যমে—

১. দ্বীন-ইসলামের সঠিক রূপ ও পথ-পদ্ধতি কেয়ামত পর্যন্ত সুরক্ষিত ও অবিকৃত থাকবে।

২. ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি, ভুল বা অপব্যাখ্যা, বিকৃতি, বিভ্রান্তি ও মিথ্যাচারসহ যাবতীয় প্রোপাগান্ডার অসারতা উম্মাহ বুঝতে পারবে।

৩. মুসলমানরা (জন্মলগ্ন থেকে মুসলিম হোক বা দাওয়াহর মাধ্যমে হোক) সব ধরনের সংশয়-সন্দেহ থেকে মুক্ত থেকে সঠিক আকিদা ও আমলের ওপর অবিচল থাকবে। অন্যথায় মুসলমানরা সন্দিহান হয়ে পড়বে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

> يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ.
>
> "প্রত্যেক যুগে সৎ ও নিষ্ঠাবান লোকেরা কুরআন-হাদিসের ধারকবাহক হবে। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি, পথচ্যুতদের মিথ্যাচার বা বিকৃতি এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা ও ছাড়াছাড়ি থেকে তা সুরক্ষিত ও অবিকৃত রাখবে।"—হাদিস হাসান, সবিস্তারে দেখুন, বান্দার *আল-আরবায়ুনা হাদিসান ফিল ইলম*, পৃ. ৩৭-৩৮

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি, ছাড়াছাড়ি, ভুল বা অপব্যাখ্যা, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন।

এই কিতাবের মূলটা আমি আগে দেখেছি। এতে বড়দের অভিমত রয়েছে। এখন আমাদের উচিত এ থেকে উপকৃত হওয়া। আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সবার মেহনত কবুল করুন এবং উত্তম বদলা দান করুন। আমিন।

الحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات، وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحانك اللّهمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

সাঈদ আহমদ, আফাল্লাহু আনহু ওয়া আফাহু

খাদিমুত তালাবা,

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

লেখক পরিচিতি

بسم الله الرحمن الرحيم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْد.

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন কাসেমী দামাত বারাকাতুহুম একজন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তিনি ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ওপর চমৎকার কাজ সম্পাদন করেছেন। বর্তমান যুগের চাহিদাকে খুব ভালোভাবে বুঝে ছাত্রদের জন্য অনেক বিষয় একত্র করে অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থসমূহের মধ্যে হাদিসের রেফারেন্স বা তথ্যসূত্র যোগ করা, প্রতিটি আকিদাকে ১০টি আয়াত ও ১০টি হাদিস দ্বারা প্রমাণ করা, মিরাস বা উত্তরাধিকার বণ্টনকে আধুনিক পদ্ধতিতে উপস্থাপন করা, বিজ্ঞান ও কুরআনের মতো নির্বাচিত গ্রন্থ রচনা করা এবং গোটা পৃথিবীর জন্য নির্ভুল ক্যালেন্ডার তৈরি করে এই অঙ্গনে ইমামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া ইত্যাদি হলো ওই সকল ব্যতিক্রম কাজ, যার ফলে কবির ভাষায় বলা যেতে পারে—

"হাজার বছর নার্গিস ফুল তার সৌন্দর্যহীনতার জন্য কাঁদছে
অনেক ত্যাগের বিনিময়েই বাগানের শোভা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়।"

জন্ম

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন সাহেব ৬ নভেম্বর ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ২৫ মহররম ১৩৭০ হিজরিতে ভারতের ঝাড়খণ্ড প্রদেশের গুড্ডা জেলার মাহগাঁওয়া থানার ঘুত্তি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এ প্রদেশটি পূর্বে বাহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে পৃথক করে ঝাড়খণ্ড প্রদেশ বানানো

হয়েছে। এই গ্রামটি গুড্ডা শহর থেকে ৩৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। যেখানে এখনো বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের কোনো ব্যবস্থা নেই।

বংশ তালিকা

নাম সামীরুদ্দীন। পিতার নাম জামালুদ্দীন। দাদার নাম মুহাম্মাদ বখশ ওরফে লাদুনি। পরদাদার নাম চুলহায়ী। বংশ শায়েখ সিদ্দিকি। অনেক পরে গিয়ে তার বংশ হজরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এজন্য এই বংশকে শায়খে সিদ্দিকি বলা হয়। নিয়মতান্ত্রিক কোনো বংশতালিকা নেই। তবে তার বংশে এটাই প্রসিদ্ধ।

শিক্ষাজীবন

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন নিজ গ্রামের মকতবে ভাগলপুর জেলার গরিয়াচক গ্রামের মৌলভি আবদুর রউফ ওরফে গুনি রহ.-এর নিকট। এই মকতবেই তিনি উর্দু, হিন্দি, ফারসি ও গণিতের শিক্ষা লাভ করেন। ১২ বছর বয়সে ১৯৬২ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাসা দারুল উলুম আটকি রাচিতে শিক্ষা লাভ করার জন্য গমন করেন। ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে পাটনা ভাগলপুরের মাদরাসা এজাজিয়ায় ভর্তি হন। ১৯৬৬ সালে গুজরাটের দারুল উলুম ছাপিতে যান এবং ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি হন। শাবান ১৩৯০ হিজরি মোতাবেক ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন।

উস্তাদবৃন্দ

তিনি *সহিহ বুখারি* প্রথম খণ্ড পড়েছেন দারুল উলুমের তৎকালীন শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা আল্লামা ফখরুদ্দিন সাহেব রহ.-এর নিকট। *সহিহ বুখারির* দ্বিতীয় খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান গাঙ্গুহি রহ.-এর নিকট। *সহিহ মুসলিম* পড়েছেন হজরত মাওলানা শরিফ সাহেব রহ.-এর নিকট। *সুনানুত তিরমিজি* পড়েছেন হজরত মাওলানা ফখরুল হাসান সাহেব মুরাদাবাদী রহ.-এর নিকট। *সুনানু আবি দাউদ* পড়েছেন হজরত মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব রহ.-এর নিকট। *সুনানুন নাসায়ি* পড়েছেন হজরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ বাহারি রহ.-এর নিকট। *সুনানু ইবনি মাজাহ* পড়েছেন হজরত মাওলানা নাঈম আহমাদ দেওবন্দি রহ.-এর নিকট। *মুখতাসারুত তহাবি* পড়েছেন হজরত মাওলানা মিয়া আসগর হুসাইন সাহেব দেওবন্দির নিকট। *মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ* পড়েছেন

মাওলানা আনজার শাহ কাশ্মীরি রহ.-এর নিকট। তিনি ছিলেন এ যুগের ইলমের পাহাড়। যার সামনে তিনি ছাত্র হয়ে বসার সৌভাগ্য অর্জন করেন। *মিশকাতুল মাসাবিহ*-এর প্রথম খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা নাসির খান সাহেবের নিকট। আর *মিশকাতুল মাসাবিহ*-এর দ্বিতীয় খণ্ড পড়েছেন হজরত মাওলানা সালেম কাসেমী দেওবন্দি সাহেবের নিকট।

ওই সময়ে শায়খুল হাদিস হজরত মাওলানা জাকারিয়া রহ. শায়খুল হাদিস মাদরাসা মাজাহেরুল উলুম সাহারানপুর এর নিকট দুইবার যথাক্রমে ১৯৬৯ ও ১৯৭০ সালে হাদিসে মুসালসাল পড়েছেন। আর *হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা* পড়েছেন দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম আল্লামা কারি তৈয়্যব সাহেব রহ.-এর নিকট।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন

তিনি ১৯৭১ সালে দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন এবং আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এ বিষয়ে তিনি দীর্ঘ তিন বছর দারুল উলুম দেওবন্দের আরবি ভাষা ও সাহিত্যের উস্তাদ বর্তমান সময়ের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবি রহ.-এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। যেখানে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেছেন সেখানে এটাও শিখেছেন—কীভাবে সহজ-সরলভাবে ছাত্রদের জন্য গ্রন্থ রচনা করা যায় এবং কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা যায়। এই পদ্ধতি হজরতের জীবনে এমন শৈল্পিক রূপ ধারণ করেছে যে, আজ পর্যন্ত ছয়টি বড় বড় শাস্ত্রের ওপর কাজ করেছেন এবং সবগুলোকেই অত্যন্ত সহজ-সরলভাবে ছাত্রদেরকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন। যার ফলে ছাত্ররা আজও হজরতকে স্মরণ করে থাকে। হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবি রহ.-এর তত্ত্বাবধানে এটাও শিখেছেন যে, কীভাবে ছাত্রদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা যায় এবং কতটা সহজ-সরলভাবে জীবনযাপন করা যায়। যেন ছাত্ররা তাকে নিজের অভিভাবক ও কল্যাণকামী মনে করে। হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন সাহেব হজরত মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান কিরানবি রহ.-এর অত্যধিক ভক্ত ও অনুরক্ত। অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করেন।

শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জন

১৯৭২ সালে শাস্ত্রীয় জ্ঞান অর্জনের জন্য ভর্তি হন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের ওপর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের পাঁচ

বছরের জীবন হজরত মাওলানার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ সময়ে তিনি সর্বদা একাকী নীরবে বসে জ্ঞান অর্জনে ব্রত থাকতেন। হজরত মাওলানা আবদুল আজিজ সাহেব একবার দারুল উলুম দেওবন্দের উস্তাদ হজরত মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি সাহেবের সামনে মাওলানা সামীরুদ্দীনের আলোচনা করলে তিনি বলেন, মাওলানা সামীরুদ্দীন সেই ব্যক্তি না, যে কবরস্থানে বসে নীরবে অধ্যয়ন করতেন? আমি বললাম, হ্যাঁ! সে-ই। তারপর মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি সাহেব মাওলানার পরিশ্রমের বেশ কয়েকটি ঘটনা শুনালেন। যার দ্বারা অধমের ধারণা হয়েছে যে, মাওলানা শিক্ষা জীবনের শুরুতেই অধ্যয়নের প্রতি কতটা পরিশ্রমী ছিলেন। যার ফল হলো, বর্তমানে তিনি ছয়টি শাস্ত্রের ওপর প্রায় ৪০টি বিশাল বিশাল গ্রন্থের লেখক।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ

শিক্ষকতাকালীনই তিনি হাইস্কুলে Gcse পরীক্ষা দেন এবং উচ্চ নাম্বার পেয়ে পাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি কলেজে পরীক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আর তা হয়ে উঠেনি। তিনি ভূগোল সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞ। যার কারণে তিনি **"সামারাতুল ফালাকিয়াত বা জ্যোতির্বিদ্যার মর্মকথা"**র মতো বিশাল গ্রন্থ রচনা করেন এবং **"সামীরি ক্যালেন্ডার"**-এর ন্যায় নির্ভুল ও ব্যতিক্রমী ক্যালেন্ডার তৈরি করে গোটা পৃথিবীকে অবাক করে দেন। হজরতের গণিতের ওপরও অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে। যার ফলে তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে উত্তরাধিকার বণ্টন সম্পর্কে **"সামারাতুল মিরাস বা উত্তরাধিকারের মর্মকথা"**র মতো ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলো তার ভূগোল ও গণিতের ওপর পাণ্ডিত্যেরই কারিশমা।

শিক্ষকতা

শাওয়াল ১৩৯৩ হিজরি মোতাবেক জানুয়ারি ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন। তখন তিনি গুজরাটের মারগুব পাঠানের মাদরাসায়ে কানযে পাঁচ বছর ছিলেন। সেখানে তিনি শরহে জামি পর্যন্ত বিভিন্ন কিতাবের পাঠ দান করেন। তারপর তিনি গুজরাটের আনন্দের মাদরাসায়ে তালিমুল ইসলামে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত দাওরায়ে হাদিসের কিতাবসমূহের দরস প্রদান করেন। তারপর তিনি খানকায়ে রাহমানি মুঙ্গির বাহারে চলে যান। সেখানেও তিনি দাওরায়ে হাদিসের কিতাবসমূহের দরস প্রদান করেন এবং এখান থেকে ২১ জুন

১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মাদরাসায়ে তালিমুল ইসলাম ঢাজবেরি ইংল্যান্ড তাশরিফ নেন। যা গোটা ইউরোপে তাবলিগের অনেক বড় কেন্দ্র। তখন উক্ত মাদরাসায় তিনি মেশকাত জামাত পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করেন এবং মিশকাতুল মাসাবিহ দরসের দায়িত্ব তার ওপরই ন্যস্ত ছিল। এর কিছু দিন পর তিনি শিক্ষকতা থেকে অবসর নেন এবং পুরোপুরিভাবে লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন এবং আজ পর্যন্ত এই লেখালেখিতেই ব্যস্ত আছেন।

রচনাবলি

হজরত মাওলানা হিন্দুস্তান, পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার নিয়মিত কলামিস্ট। যেগুলোতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কলাম ছাপা হয়ে আসছে। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া ম্যানচেস্টার থেকে প্রকাশিত সাময়িকী 'আল-জামিয়া'-এর সম্পাদক। এ ছাড়াও এখন পর্যন্ত ৪০টি গ্রন্থ তার কলম থেকে জন্ম নিয়েছে। যার মধ্যে বিশেষ কিছু গ্রন্থ হলো :

১. আসমারুল হেদায়া (১৩ খণ্ড)
২. শরহে সামীরী (৪ খণ্ড)
৩. সামারাতুন নাজাহ ইলা নুরিল ইযাহ
৪. সামারাতুল আকাইদ (আকিদার মর্মকথা)
৫. সামারাতুল মিরাস
৬. সামারাতুল ফালাকিয়াত
৭. সাইন্স আওর কুরআন
৮. আসবাবে ফুসখে নিকাহ
৯. সামারাতুল আওযান
১০. তুহফাতুত তালাবা শরহে সাফিনাতুল বুলাগা
১১. হাশিয়ায়ে সাফিনাতুল বুলাগা (আরবি)
১২. খুলাসাতুত তালিল
১৩. রুইয়াতে হেলাল ইলমে ফালাকিয়াত কি রোঁশনিমেঁ
১৪. ইয়াদে ওয়াতন
১৫. আনওয়ারে ফারসি
১৬. তাফরিক ও তালাক
১৭. ইসাইয়াত কিয়া হ্যায়
১৮. সামীরী ক্যালেন্ডার

ছাত্রদের খেদমতের প্রবল ইচ্ছা

হজরত মাওলানা সামীরুদ্দীন সাহেব একজন কোমল হৃদয় ও অত্যন্ত নম্র স্বভাব এবং মানবসেবার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিত্ব। ছাত্রদের খেদমত করাকে যিনি নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করেন। এজন্য ছাত্রদের খেদমতের জন্যই উপর্যুক্ত গ্রন্থসমূহ রচনা করেন এবং তাদেরকে একজন আদর্শ শিক্ষক ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী বানাতে তিনি সর্বদাই সচেষ্ট। তাইতো যখন তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে পড়তেন, তখনো তার এলাকার গরিব-অসহায় বাচ্চাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং মাদরাসায় ভর্তি করে দিতেন। যতদিন তিনি গুজরাটে শিক্ষকতা করেছেন, তখনো দশের অধিক বাচ্চাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং মাদরাসায় ভর্তি করে পড়ালেখার ব্যবস্থা করে দিতেন। তখন তিনি হাদিসের উস্তাদ ছিলেন। *সুনানু আবি দাউদ* ও *সুনানুত তিরমিজি* পড়াতেন। কিন্তু এই বাচ্চাদের রেলগাড়িতে চড়ানোর জন্য কখনো কুলি ডাকতেন না। সর্বদা নিজ কাঁধে করেই বাচ্চাদের ট্রাঙ্ক ও সামানাপত্র রেলগাড়িতে উঠাতেন। অনেকবার এমনও হয়েছে—প্রচণ্ড ভীড়ের মধ্যে অল্পবয়স্ক বাচ্চাদেরকে নিজের কাঁধের ওপর উঠিয়ে রেলগাড়িতে চড়াতেন। বাচ্চাদেরকে সিটে বসিয়ে নিজে নিচে সামানার ওপর বসে ভ্রমণ করেছেন এবং এর জন্য বাচ্চাদের থেকে কোনো প্রকার ভাড়া নেননি। বরং ছাত্রদের খেদমত করাকে নিজের সৌভাগ্য মনে করতেন। তার এই অবদানের ফলে তার এলাকার অসংখ্য গরিব-অসহায় বাচ্চা উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে ও আলেমে দ্বীন হয়ে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হয়েছে।

ছাত্রদের সঙ্গে তার বিনয়

তিনি ছাত্রদের জন্য মনপ্রাণ উজাড় করে দেন। আজও তার স্বভাব হলো, তিনি নিজে অনেক সুস্বাদু চা বানিয়ে একটু একটু করে কাপের মধ্যে ঢেলে তাঁর ছাত্রদেরকে নিজ হাতে পরিবেশন করে থাকেন। মাহফিলে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে কুরআন-হাদিস ও বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে পুরো মজলিসকে মাতিয়ে রাখেন। অনেক ছাত্ররাই নিজেদের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে নিয়মিত তার মজলিসে উপস্থিত হয়ে হৃদয় প্রশান্ত করে ফিরে যান।

তিনি অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা, বেশ কয়েকটি শাস্ত্রের পণ্ডিত। শুরুহাত তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থের জগতে অনেক নিয়ম-কানুনের প্রবর্তক। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার জগতে তাকে পথপ্রদর্শক মনে করা হয়। তা সত্ত্বেও বিনয় ও নম্রতার এমন দৃষ্টান্ত আমি খুব কমই দেখেছি।

সামাজিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ

তিনি যখন ইংল্যান্ডের বাসিন্দা হলেন, তখন সেখান থেকেও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ শুরু করেন। বেশ কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেগুলোতে শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করেছেন। ত্রিশেরও অধিক এলাকায় মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। দুই শতাধিক নলকূপ স্থাপন। গরিব ও অসহায়দের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠনসহ জনকল্যাণমূলক কাজের এক বিরাট ছক তৈরি করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রায় বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। অনেক রোগে আক্রান্ত। এজন্য উক্ত কাজসমূহে অনেক কমতি হচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ সময় তিনি লেখালেখিতেই ব্যস্ত থাকেন। বর্তমানে তিনি শুভ্র মাথায় শুভ্র টুপি পরেন এবং শুভ্রতার সঙ্গে শুভ্র জীবনযাপন করছেন।

তিনি নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান

অত্যন্ত আশ্চর্যের একটি বিষয় হলো গ্রন্থের তথ্যসূত্র বের করা, কম্পোজ করা ও এগুলোর সেটিংয়ের জন্য অন্য কোনো লোক নেই। হাদিসের তাখরিজ তথা তথ্যসূত্র বের করা, আবার তা কম্পিউটারে কম্পোজ করা ও সেটাপ করা, পিডিএফ তৈরি করা এবং ইউটিউব ও ফেসবুকে আপলোড করা—এ সকল কাজ তিনি নিজে একাই করেন।

একবার তার শায়েখ ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত বুজুর্গ হজরত মাওলানা আবদুর রউফ সাহেব বাটেলী দামাত বারাকাতুহুম হজরতের বাসায় তাশরিফ আনেন। তার কাজ দেখে তিনি বলেন, মাওলানা সামীরুদ্দীন, আপনি তো নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। এতগুলো গ্রন্থ রচনা করা, এতগুলো শাস্ত্রের তাহকিক, এ সকল বিষয়ের ওপর হাদিস সেট করা এবং উক্ত হাদিসসমূহের তথ্যসূত্র তালাশ করে বের করা, এগুলো তো এমন বড় বড় কাজ যে, এগুলোর জন্য স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। যেখানে ১০-২০ জন উলামা দরকার। বড় একটি অফিস দরকার। অর্থনৈতিক জোগান দরকার। তারপর গিয়ে এমন বড় বড় ও গ্রহণযোগ্য কাজ হতে পারে। আর আপনি তো আপনার বিশ্রাম কক্ষে মাত্র একটি কম্পিউটারে বসেই এ সকল কাজ নিজে একাই করে যাচ্ছেন এবং কোনো প্রকার দুনিয়াবি লোভ-লালসা ও প্রতিদান ছাড়াই সকল গ্রন্থ সকলের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। সত্যিকথা হলো দারুল উলুম দেওবন্দের বুজুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের আদর্শকে জীবিত করেছেন।

আজ আমাদের গর্ব যে, ইংল্যান্ডের আধুনিক জাহিলিয়াতের অন্ধকার পরিবেশে বসে আল্লাহর এক বান্দা দ্বীনে হানিফের আলো প্রজ্বলিত করে যাচ্ছেন এবং বহু বছর যাবৎ যে কাজ হয়নি, বর্তমানে তা আঞ্জাম দিয়ে গোটা উম্মাহকে কৃতজ্ঞ করছে। ফালিল্লাহিল হামদ। কবির ভাষায়–

"এই সৌভাগ্য নিজের বাহুর জোরে নয় অর্জিত হয়নি

যদি মহান আল্লাহ তাআলা তাওফিক না দিতেন।"

অবশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করছি—তিনি যেন তাঁর ছায়া আমাদের ওপর দীর্ঘ করেন ও তাঁর দ্বারা আরও অধিক খেদমত নেন এবং সকল খেদমতসমূহ কবুল করে নেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

অধম সাজ্জিদ গুফিরালাহু
১৯/০৮/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্য

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - أَمَّا بَعْدُ.

একবার কিছু তালিবে ইলম এসে বলতে লাগলেন যে, আকিদার ওপর এমন কোনো গ্রন্থ লিখুন, যা আমাদের মতো তালিবে ইলমদেরও খুব সহজে বুঝে আসে। আমরা শুনে থাকি যে, আকিদার জন্য অকাট্য বর্ণনা প্রয়োজন। অর্থাৎ আয়াত এবং সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণ সমৃদ্ধ। এজন্য এমন গ্রন্থ লিখুন, যাতে শুধু পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সহিহ হাদিস দ্বারা প্রতিটি আকিদা প্রমাণ করা হবে। অতঃপর সাধারণ আয়াত এবং হাদিস থাকবে যেগুলো সকল মতাদর্শের লোকেরা মানবে। তাই গ্রন্থটি অনেক সহজ-সরলভাবে লেখা হয়েছে, যাতে তালিবে ইলম ও সাধারণ পাঠকদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং এই গ্রন্থে ওই সকল আকিদা অধিক আলোচনা করা হয়েছে, যা বর্তমান সময়ে অধিক প্রয়োজনীয়।

আমি অনেকদিন যাবৎ এ বিষয়ে ভাবতেছিলাম। অতঃপর কিছু দিনের মেহনতের পর আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহে এ পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। এই পাণ্ডুলিপি তৈরির ব্যাপারে মাকতাবায়ে শামেলা থেকে অনেক সাহায্য নেওয়া হয়েছে। গ্রন্থটিতে তালিবে ইলমদের আবেদনের পুরোপুরি মূল্যায়ন করা হয়েছে। যেমন, এতে শুধু আয়াত এবং হাদিস দ্বারা আকিদা প্রমাণ করা হয়েছে। তবে অবশ্যই যে-সকল আকিদার ক্ষেত্রে অধিক মতবিরোধ রয়েছে, সে-সকল আকিদার ক্ষেত্রে আয়াত এবং হাদিসও অধিক আনা হয়েছে। যেন পাঠকদের সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হয়। আর যে-সকল আকিদার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার মতবিরোধ নেই, সে-সকল আকিদার ক্ষেত্রে আয়াত এবং হাদিস কিছুটা কম আনা হয়েছে। যেন গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি না হয় এবং পাঠকের বিরক্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়।

আমি উলামায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়িদের বাণী ও ইজমা এবং কিয়াসকে অন্তর থেকে মানি এবং এগুলোর মূল্যায়নও করি। কিন্তু তালিবে ইলমদের আবেদন ছিল এ গ্রন্থে যেন কুরআন ও হাদিস অধিক থাকে। এজন্য আয়াত এবং হাদিস দিয়েই অধিকাংশ দলিল নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কথা

হলো উলামায়ে কেরামের ভাষ্যমতে আকিদার দলিল-প্রমাণ অবশ্যই অকাট্য বর্ণনা তথা কুরআনের আয়াত এবং সহিহ হাদিস হওয়া চাই। এজন্যও তার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এক করে দিন

আয়াত এবং হাদিসের ওপর এজন্যও জোর দেওয়া হয়েছে যে, এগুলোই হলো মূল। সকল মত ও পথের লোকেরাই এগুলোকে মানে। সকলের আকিদার ভিত্তিও এই কুরআন এবং হাদিস। এজন্য আশা করা যায় যে, এই আকিদাসমূহের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং মতবিরোধের এসব ফতোয়া কমে যায় এবং মুসলমানগণ একতাবদ্ধ হয়ে যায়। অথবা অন্তত এতটুকুও যদি হয় যে, বড় বড় আকিদাসমূহের ওপর ঐক্যবদ্ধ হয়ে শাখাগত মাসাআলাসমূহের জন্য এ পথ খোলা রাখা যে, প্রত্যেক মতাবলম্বীগণ তাদের নিজেদের মতো আমল করবে।

এটা অনেক উত্তম হবে যে, সকল মতাবলম্বীগণ মুসলমানদের সম্মিলিত মাসআলাসমূহের ব্যাপারে বছরে কমপক্ষে একদিন একসঙ্গে বসবে। যেখানে একে অপরকে কোনো প্রকার তিরস্কার করবে না। কোনো প্রকার গন্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা করবে না; বরং সম্মিলিত মাসআলাসমূহের ওপর চিন্তাভাবনা করবে এবং সকলে মিলে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। তাহলে প্রশাসনের ওপর চাপ দেওয়া সহজ হবে। এটা বড় দুঃখজনক বিষয় যে, এক মতাবলম্বী বলে একরকম, অপর মতাবলম্বী বলে আরেক রকম। যার ফলে প্রশাসন নিরাশ ও মতবিরোধ মনে করে কারও মতের ওপরই আমল করে না। বরং আমাদেরকে আরও দুর্বল মনে করে বাতিল করে দেয়।

সুতরাং উক্ত ঐক্যের স্বার্থেই মূলত এই গ্রন্থটি লেখার চেষ্টা। আল্লাহ তাআলা যেন অধমের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করেন এবং মানুষ আমার জন্য দুআ করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলি, জান্নাত ও জাহান্নাম এ সবকিছুর হাকিকত তথা বাস্তবতা তো আয়াত এবং হাদিসের দ্বারাই জানতে হবে, কারও মুখের কথার দ্বারা নয়। এজন্য উলামায়ে কেরাম বলেন যে, আকিদার জন্য অকাট্য বর্ণনা তথা আয়াত এবং হাদিসই চাই। এজন্য আমি শুধু আয়াত এবং হাদিস একত্রিত করেছি এবং তা দিয়েই আকিদাসমূহ প্রমাণ করেছি।

আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী

আকাইদের মাসআলা অনেক জটিল। এ সম্পর্কে মতবিরোধও অনেক এবং প্রত্যেকের দলিলও অনেক। সুতরাং আমার জন্য এটা বলা খুবই মুশকিল যে, আমি সকল আকিদা সঠিক লিখেছি এবং এগুলোর দলিলও একদম সঠিক দিয়েছি। বরং আমার মত হলো, এতে ভুল থাকতে পারে। এজন্য এই গ্রন্থে কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। এমনকি এই গ্রন্থের কোনো আলোচনার দ্বারা কারও কোনো কষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দিলে অনেক কৃতজ্ঞ থাকব।

এতটুকু অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে, আয়াত কিংবা হাদিসের সুস্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা কোনো কথা প্রমাণিত হয়, আর আমি তার বিপরীত কিছু লিখে থাকি, তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। কেননা, কোনো আয়াত কিংবা হাদিসের খেলাফ কোনো আকিদা উপস্থাপন করে গুনাহে লিপ্ত হওয়া এবং এই বোঝা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার আমার মোটেও ইচ্ছা নেই। তবে হ্যাঁ! কোনো উলামায়ে কেরামের মতের খেলাফ হলে আমি তাকেও সম্মান করি এবং তা মানি। কিন্তু গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে সমাধান পেশ করেছি

আয়াতের কোনো বাক্য কঠিন মনে হলে তার সমাধানের জন্য হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর তাফসির 'তানভিরুল মিকবাস' থেকে উক্ত বাক্যের সমাধান পেশ করেছি। কেননা, এই তাফসিরের সম্বন্ধ অন্তত একজন মহান সাহাবির সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অনেক মুফাসসিরদের মতে তার তাফসিরটি যথেষ্ট বিশুদ্ধ। এজন্য আবার অন্যান্য তাফসিরকে অস্বীকার করছি না। তবে সমাধানের জন্য আমি এটাকে নির্বাচন করেছি।

এ গ্রন্থে সরাসরি কারও নাম উল্লেখ করার বিষয়টি খুব সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যেন পাঠক আবার তাকে খারাপ মনে না করে। এমনকি কারও সম্পর্কে ইশারা-ইঙ্গিতও করা হয়নি। যেন কারও অসম্মান না হয় এবং মতবিরোধ বৃদ্ধি না পায়। তারপরও কারও খারাপ লাগলে, আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে মাফ করে দেবেন।

এ গ্রন্থ রচনায় যে-সকল ব্যক্তিগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিশেষ করে আমার স্ত্রীর কৃতজ্ঞতা

আদায় করছি। সে আমাকে সার্বিক সহযোগিতা না করলে এই গ্রন্থ লিখতে পারতাম না। আল্লাহ তাআলা তাকে উভয় জাহানে এর উত্তম প্রতিদান দান করুন।

আরও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি হজরত আল্লামা আখতার সাহেব ও হজরত মাওলানা আবদুর রউফ লাজপুরী সাহেবের। তারা সর্বদা আমাকে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। হজরত মাওলানা মারগুব লাজপুরী সাহেব তো আমার এই পুরো গ্রন্থটি সম্পাদনাও করে দিয়েছেন। এজন্য তার নিকটও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা এ সকল হজরতকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার পাঠকদের নিকট দুআর দরখাস্ত। আল্লাহ তাআলা যেন আমার পরকালকে ঠিক করে দেন এবং আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে আমাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন। আমার বর্তমান বয়স ৬৮ বছর। একদমই বৃদ্ধ বয়স। হাত একেবারেই খালি। ঠিক নেই কোন সময় ডাক এসে যায়। এজন্য যখনই স্মরণ হয় সম্ভব হলে তখনই একটু দুআর আবেদন।

দুআর মুহতাজ
অধম সামীরুদ্দীন কাসেমী গুফিরালাহু
ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড
২০১৮/০২/১৩ খ্রিষ্টাব্দ
ইমেইল : samiruddinqasmi@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার সত্তা

বর্তমানে কিছু লোক নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা বলে যে, আল্লাহ নেই। এই পৃথিবী নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে। না হিসাব-নিকাশ আছে এবং না কেয়ামত আছে। এজন্য আমাদের আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করার এবং তাঁর ইবাদত করার প্রয়োজন নেই। এ বিপদ সকল আসমানি ধর্মাবলম্বীদের জন্যই। এজন্য আমি ওই সকল আয়াতসমূহ উপস্থাপন করছি, যা থেকে জানতে পারি যে, আল্লাহ আছেন। তিনিই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই সকলকে ধ্বংস করবেন। কেয়ামত সংঘটিত করবেন এবং সকলের হিসাব নেবেন। আর যে ঈমানের সঙ্গে যাবে তাকে জান্নাত দেওয়া হবে এবং যে ঈমান ছাড়া মারা যাবে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এ গ্রন্থে আমি এর ওপরও জোর দিয়েছি যে, জীবন-মরণ, সুস্থতা-অসুস্থতা, রিজিক, স্ত্রী-সন্তান—এ সবকিছু দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। এজন্য একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা উচিত এবং একমাত্র তাঁর নিকটই সকল প্রয়োজন পেশ করা উচিত।

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম 'আল্লাহ', বাকি সকল নাম গুণবাচক

'আল্লাহ' শব্দটি আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম। আর এটা ব্যতীত যত নাম রয়েছে, তা সবই গুণগত নাম। অর্থাৎ সেই নামটি আল্লাহ তাআলার কোনো গুণের কারণে নামকরণ হয়েছে। যেমন, 'রাজ্জাক' নামটি এজন্য আল্লাহ তাআলার নাম হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা রিজিকদাতা। নিম্নের আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

'বলো, আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি এক, একচ্ছত্র ক্ষমতাধর।'[১]

---

১. সুরা রাদ, ১৩:১৬

২. সুরা জুমার, ৩৯:৪

৩. সুরা হাদিদ, ৫৭:৩

আরও ইরশাদ হয়েছে—

﴿سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾

'তিনি পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, তিনি এক, প্রবল পরাক্রান্ত।'[২]

এই দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও আরও বহু আয়াত রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তাআলার সত্তাগত নাম ব্যবহৃত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন

আল্লাহ ওই সত্তাকে বলে, চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন। তাঁর কোনো শুরু নেই এবং কোনো শেষও নেই। যেমন কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

'তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।'[৩]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

'তাঁর চেহারা (সত্তা) ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।'[৪]

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে—

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

হে আল্লাহ, আপনিই প্রথম। আপনার পূর্বে কিছুই নেই। আপনিই শেষ। আপনার পরে আর কিছু নেই। আপনি প্রকাশ্য। আপনার ওপর কেউ নেই। আপনি গোপন। আপনি ব্যতীত আর কেউ নেই।[৫]

এ সকল আয়াত ও হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা চিরকাল ছিলেন এবং চিরকাল থাকবেন।

---

২. সুরা যুমার, ৩৯:৪

৩. সুরা হাদিদ, ৫৭:৩

৪. সুরা কাসাস, ২৮:৮৮

৫. সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ২৭১৩

আল্লাহ তাআলার সত্তা কখনো নিঃশেষ হবে না এবং তাঁর মৃত্যুও হবে না

আল্লাহর সত্তা নিঃশেষ হওয়া থেকে পবিত্র। এর প্রমাণ এই আয়াত—

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

'তাঁর চেহারা (সত্তা) ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।'[১]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾

'আর তুমি ভরসা কর এমন চিরঞ্জীব সত্তার ওপর যিনি মরবেন না।'[২]

এ সকল আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সত্তা নিঃশেষ হওয়া এবং মৃত্যু থেকে পবিত্র।

হায়াত চার প্রকার

ক. এক আল্লাহ তাআলার হায়াত; এতে না নিঃশেষ আছে, না মৃত্যু। তিনি চিরকাল থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন।

খ. দুনিয়ার হায়াত; এটা হলো মানুষ এবং জীবজন্তুর হায়াত। এদের হায়াত একটা সময় ছিল না। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করার দ্বারা (এদের অস্তিত্ব) হয়েছে এবং পুনরায় নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং মৃত্যু বাস্তবায়ন হয়ে যাবে।

গ. কবরের হায়াত; এই হায়াতকে হায়াতে বরযখি বা কবরের হায়াত বলে। এটা শুরু হবে মৃত্যুর পরে এবং চলবে কেয়ামত পর্যন্ত।

ঘ. জান্নাত এবং জাহান্নামের হায়াত; এই হায়াত জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশের পর শুরু হবে এবং এরপর থেকে চিরকাল থাকবে।

এ সবগুলোকে হায়াত বলা হয় কিন্তু এগুলো প্রত্যেকটির অবস্থার মধ্যে অনেক ভিন্নতা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার মতো কোনো বস্তু নেই

জমিন এবং আসমানে যত বস্তু রয়েছে, তার মধ্যে কোনো বস্তুই আল্লাহ তাআলার সত্তা কিংবা গুণাবলির মতো নেই। কেননা, আল্লাহ তাআলার সত্তা হলো 'ওয়াজিবুল ওজুদ' তথা অত্যাবশ্যকীয় সত্তা। আর দুনিয়ার সকল বস্তু

---

[১]. সুরা কাসাস, ২৮: ৮৮

[২]. সুরা ফুরকান, ২৫: ৫৮

হলো অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। তাঁর সত্তা ও গুণাবলির মতো কোনো বস্তু হতে পারে না। আল্লাহ তাআলার মতো কোনো বস্তু নেই। এর প্রমাণ হলো কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

"তাঁর মতো কিছু নেই আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"[৮]

আরও ইরশাদ করেন—

﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

"আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই।"[৯]

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا﴾

"যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করি।"[১০]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"সুতরাং তোমরা জেনেবুঝে আল্লাহর জন্য সমকক্ষ নির্ধারণ করো না।"[১১]

এ সকল আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার মতো কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি এবং না কেউ তাঁর সমকক্ষ আছে

এজন্য কাউকে আল্লাহ তাআলার সমকক্ষ মনে করা শিরক। এর থেকে খুব বেঁচে থাকা চাই। খ্রিষ্টানরা মনে করে হজরত ঈসা আ. আল্লাহর পুত্র। মক্কার মুশরিকরা বলত যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা। কিন্তু কুরআনুল কারিম বলছে, আল্লাহ তাআলা কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। তিনি অমুখাপেক্ষী। যেমন, তিনি কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন—

---

৮. সুরা শুরা, ৪২:১১
৯. সুরা ইখলাস, ১১২:৪
১০. সুরা সাবা, ৩৪:৩৩
১১. সুরা বাকারা, ২:২২